প্রাণ-প্রতিমা।

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩৬ নং স্কীয়াষ্ট্রীট্ জুনোপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীহরবিলাস উকীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

সূচী পত্র।

পৃষ্ঠা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৯	বায়ু’র	বায়ুর
১২	২১	পরি’হরি’	পরিহরি’
২৭	৮	ক’রে,	ক’রে।
৩২	৩	আশায়	আশার
৩৩	৫	মার্টিতে	মাটিতে
৩৫	৮	যাহার	যাহারে
৫৮		’নৃত্য	নৃত্য
৮৫	৫	মাথিয়া	ম.থিয়া
৯০	৯	অনন্দদেও	আনন্দদেও

প্রাণ-প্রতিমা।

উপহার।

-:**:-

সমস্ত হৃদয় মন চেতনার তরে যবে
ব্যাকুলিয়া উঠে,
তখনি সে ভাষাহীন ভাবময় সুখ দুঃখ
গীতি হ'য়ে ফুটে;
পরাণের স্নেহ পিয়ে ক্রমে সেটি বেড়ে' যবে
পরিপুষ্ট হয়,
তখন ধরে না বুকে, দেখাতে সকল লোকে
ইচ্ছা উপজয়।
তাই তারে যত্ন ক'রে ভাষা দিয়ে সাজাইয়া
হৃদয় হইতে
বাহির করিয়া আনি দেখাইতে জগজ্জনে,
আপনি দেখিতে।

মনোময়ী মূর্ত্তি ধরি' আসে সে আমার তরে
জগতের মাঝে।
সে যাহা তাই সে থাকে মূর্ত্তি খানি শুধু তার
শোভে ভাষা সাজে।

ভাল কেহ বাসে ভাল নাহি বাসে নাহি দুঃখ
আমি ভালবাসি—
কালো ছেলে রূপে আলো করে জননীর হৃদি
অন্ধকার নাশি'।
প্রাণেশের প্রেমে যাহা পেয়েছি হৃদয়মণি
স্নেহের দর্পণ,
সেই প্রিয়তম ধন তাঁহারি সে শ্রীচরণে
করিনু অর্পণ।

স্তব।

প্রণমামি পুরুষোত্তম
শ্রীধর শ্যামসুন্দর।
প্রণমামি ত্রৈলোক্যনাথ
মোহন মুরলীধর॥

প্রণমামি জানকী-নাথ
শঙ্কর-প্রাণ-বল্লভ।
প্রণমামি মুকুন্দ হরি
ভক্তস্য অতি সল্লভ॥

প্রণমামি মধুর রূপী
মহেশ-প্রাণ-মোহিনী।
প্রণমামি ক্ষীরোদশায়ী
ভক্তস্য—চিত-শোভিনী

প্রণমামি গোপাল রূপী
গোপিনী মনোরঞ্জন।
প্রণমামি অচ্যুতানন্দ
মরণ-ভয়-ভঞ্জন॥

প্রণমামি মধুসূদন
কৈটভ-প্রাণ-নাশিন্।
প্রণমামি মঙ্গলময়
শ্রীবৃন্দাবন-বাসিন্॥

প্রণমামি বিভূতিধর
বিরাটরূপ-ধারিন্।
প্রণমামি কিরীটধারী
দনুজ-দর্প-হারিন্॥

প্রণমামি জগদীশ্বর
জগত সৃষ্টিকারক।
প্রণমামি কেশব রূপী
জগত ক্লেশহারক॥

প্রণমামি ওঁকার রূপী
জগত মনোমোহন।
প্রণমামি দীন-দয়াল
জ্যোতির—হৃদি-শোভন॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

কৃষ্ণ পঞ্চমীর চাঁদ বাসি হ'ল,
মুদে গেল ফোটা তারা,
অরুণ আইল ছিটাতে ছিটাতে
সঞ্জীবনী-রস-ধারা,
নীরব পাখিরা গাহিয়া উঠিল,
মধুকর দিল সাড়া,
বহিল সমীর অধীর পরাণে
বৃক্ষগুলি দিয়ে নাড়া;
বায়ু'র পরশ পেয়ে বৃক্ষগুলি
স্বনে স্বন্ ফর্ ফর্।

জাগিল মানব ঘুম ঘোর হ'তে
উঠিল বিবিধ স্বর;
রবির সোহাগে কমল বদনে,
বিকশিত হ'ল হাঁসি;
মরম কাতরা কুমুদী মরিল
পরিয়া বিরহ-ফাঁসি।

এ হেন সময় ফুল সাজি হাতে
অষ্ট মহাসখী সনে,
বাহিরিল পথে বৃকভানু-সুতা
কুসুম তুলিতে বনে;

রাই, ছুটি পা নাযেতে　　দেখিয়া গোপাল
দাঁড়াইল থির পদে ;
দেখিল নাচিছে　　গোপালের মাঝে
এক, সুঠাম নীরদ দে।

অপরূপ রূপ　　দেখিতে দেখিতে
রাই, আপনা হইয়া হারা ;
সখিরে জিজ্ঞাসে　　ধরা ধরা গলে
"ধেনু সনে ওরা কারা,
"সই, কহ ওকে বটে　　বাঁশরীটি হাতে
ত্রিভঙ্গ ললিত ঠাম,
ও মুখ দেখিয়া　　লাজ ভয়ে যেন
ওর, নয়নে লুকায়ে কাম,
অলকা শোভিত　　বদন-মণ্ডল
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া শিরে,
আনন্দ হিল্লোলে　　হাসি এসে এসে
ওর, লাগিছে অধর তীরে ;
গলে বন মালা　　চিকণ গাঁথনি,
বেড়ি অলিকুল তায় ;
মধুপান আশে　　উড়ে উড়ে বুলে'
গুণ গুণ-স্বরে গায় ;
ক্ষীণ কটিদেশে　　ধড়া করি বাঁধা
চারু পীতাম্বর খানি,

সত্য বলি সখি এই শোভা আজি
অপরূপ বলে' মানি;
চরণে শরণ লইতে চন্দ্রমা
যেন, নখে গড়াগড়ি যায়,
রুণু রুণু বোলে জগত নাচায়ে
নূপুর নাচিছে পায়;
তালে তালে মরি চলেছে নাচিয়া
ছড়ায়ে বিজুরি হাস;
চরণ তুলিতে অরুণ-কিরণ
হইতেছে পরকাশ।
ওরূপ মাধুরী হেরিয়া, সই লো
মোর, মন যে মুরুছা পায়,
ওর, নয়ন দিঠিতে দিঠি মিলাইয়া
এবে, ফিরান হ'ল যে দায়।"
—রাধে, আপনা ভুলিয়া যে রূপ দেখিছ
নিথর নয়নে চাই,
আমি, রবির বাঞ্ছিত বিলাসের ভূমি
ওই, শ্যাম-পদ যেন পাই।—

শুনি রাই বাণী মুখ-খানি লয়ে
রাধার কানের কাছে,
কহিল ললিতা মৃদু মৃদু ভাষে
অপরে শুনয় পাছে;

"তুমি, যাহারে পেথই অসাবধানেতে
হারাইলে মন ধনি,
ওযে ব্রজের রতন নন্দের নন্দন্
যশোদা-পরাণ-মণি,
সখা সনে নিতি ঐরূপে যায়
গোঠেতে চরাতে ধেনু,
যমুনা পুলিনে খেলে নানা রঙ্গে
সুরেতে পূরিয়া বেণু ;
ওর বাঁশরী শুনিতে সমীর চলয়
ধীরি ধীরি পদক্ষেপে,
মোহিত যমুনা উজান বহয়
থেকে' থেকে' উঠে কেঁপে'।
কিবা বাখানিব গুণ সে উহার
চল ফিরে' যাই রাই,
গুণের খনির অনুসরণেতে
আর কাজ ধনি নাই ;
যদি বাঁশী শোন হিয়া অন্তরালে
পরাণ উঠিবে কেঁদে'
তখন, সুরেতে টানিয়া গুণেতে করিয়া
তোর, মনটি লইবে বেঁধে';
তাই বলি আর ফুলে কাজ নাই
চল ফিরে'যাই ঘর,
ও যে নষ্টবড় নন্দের নন্দন
মনচোরা নটবর।"

অন্যমনা রাই না শুনিল কিছু
এত যা বলিল সখি ;
তার, সব বৃত্তি গুলি একমুখী হ'য়ে
আছিল গোপালে লখি'।

সরমে জড়িত, মরমে পীড়িত,
জল-ভরা আঁখি-তারা,
ধরা ধরা গলা বিনোদিনী রাধা
অবশ আপনা হারা,
অতি কষ্টে ধীরে সখীরে বলিল
এখনো এখনো অই,
দেখিতে পেতেছি যেতেছে গোপাল
নন্দের জীবন সই,
মাধুরী ছড়ায়ে এখনো যেতেছে
বাঁকা হ'য়ে দুলে' দুলে' !
চল সখি যাই যমুনার কূলে
ল'য়ে আসি ফুল তুলে'।
বলিতে বলিতে ললিতার বুকে
পড়িল শ্রীরাধা ঢুলে'
নয়ন দু'খানি কপালের নীচে
আধ মেলা ক'রে তুলে'।
রাধারে লইয়া ললিতা ভাবিল
এ যে গো বিষম হ'ল—

ডাকিল ললিতা বিশাখা বিশাখা
রাধারে লইয়া চল।
রাধার, রূপের সাগরে পড়ে' গেছে মন
তাইতে অবশ গা ;
মাথার মাঝারে দেখিছে আঁধার
মতির নাইক তা।—
নিকটে আসিয়া দেখিল বিশাখা
পড়িয়াছে রাই ঢুলে',
বদনে তাহার কে যেন দিয়েছে
ভাবনা ভাবেতে গুলে' ;
রাধার এ দশা হেরিয়া সখীরা
ভাবনা-ভাবিত হ'য়ে,
ত্বরা করি সবে কুঞ্জেতে চলিল
শ্রীরাধারে তুলে ল'য়ে।
কবি বলে ধনি ওকি কর সবে!
যাও যমুনার তীরে,
ভাবনা যাইবে ভাবেতে মিশিয়া,
রাধা, স্বভাব পাইবে ফিরে'।

কুঞ্জ কুটিরে রাধা।

কুঞ্জ কুটীরে শয়িতা রাধিকা
ভাবনা-পীড়িত দেহ,
রহিয়া রহিয়া ফেলিছে নিশ্বাস
তাহা না জানিছে কেহ।

ম্রিয়মাণ সব সখীগুলি আছে
কাছে নত আঁখি বসি'।
নিশা অবসানে ম্রিয়মাণ যথা
প্রভাত-গগন-শশী।
সময় সেবনে ভাবনার চাপ
কিছু উপশম হ'লে,
রাধা, বলিতে লাগিল আপন মনেতে
মুছিয়া নয়ন জলে,
কে তুমি! কে তুমি! মানব ত নও!
মানব ক্ষমতা নয়!
নহিলে, মরমের ধন অতনু সে মন,
তারেও, মরম ভাঙ্গিয়া লয়!
তুমি, আঁখি দিয়ে মোর মরমে পশিলে!
মনটি করিলে চুরি!
মোর, মরম ভাঙ্গিল, মনটি হারাল!
শূন্য হ'ল হিয়া-পুরী!
লয়েছ যেমন ফিরে পেতে তাহা
নাহি করি পুনঃ আশ,
তবে, তোকে বুকে রেখে পূর্ণ করি হিয়া
মোর, পরাণের অভিলাষ।
পাব কি পাব কি! পাব কি তোমারে!
না, এমন করিয়া থাকি'
শুধু, কল্পনার গায় সুখের ছবিটি
দেখিব নয়ান রাখি'!

ভাবিতে ভাবিতে আকাশ দেখিয়া
রাধা, আবার পড়িল ঢলে'।
না জানি কি ভেবে অলস লীলায়
দিনমণি গেল চলে'।

গ্রহণে বিরহিণী দর্শনে।

আজি পূরণিমা নিশি, গগনে উঠেছে শশী,
অবনী হাসিছে সিত রশ্মি অঙ্গে মেখে',
মৃদুল পবন ভরে জাহ্নবী হৃদয় 'পরে
নাচিছে উরমি শিশু চন্দ্রমারে দেখে'।
উরমিরে ঘিরে ঘিরে বায়ু বয় ধীরে ধীরে
সুতান পীযূষ কণ্ঠে সুরধুনী কূলে;
সৈকত পাদপ-চয় নীরবে দাঁড়া'য়ে রয়
সমীর পরশ মাত্র পল্লদল দুলে।
আকাশ প্রশান্ত স্থির, সদাগতি ঝির ঝির
জন কোলাহল ল'য়ে কোথা হ'তে ফিরে,
ভাগীরথী তটে একি জন সমাগম দেখি!
বৃহৎ জনতা এযে আসে প্রান্ত ঘিরে!
সকলের চিত্ত যেন ব্যাকুল জানিতে কোন
বিশেষ নিয়ম বুঝি বিপর্য্যয় ঘটে,
তাই এ উদাস প্রাণে কেহ চায় নভ পানে,
কেহবয় ভক্তি ভাবে বসি' গঙ্গা-তটে।

কেহ হরি হরি বলে' তালি দিছে করতলে,
কেহবা নাচিছে সুখে তুলে' বাহুদ্বয় ;
রুদ্ধ কেন অকস্মাৎ হইল শীতল বাত,
সহসা অবনী কেন হেরি শোকময় !

একি হেরি ধীর মূর্ত্তি ! বিবশ বিহীন স্ফূর্ত্তি
মানব মণ্ডলী সব স্থির দৃষ্টি রয়!
বুঝেছি, বিধির বিধি গরাসিল কলানিধি
দুরন্ত কুটিল রাহু, তাই শোকময়।

মলিন এ প্রকৃতীর, কালিমাখা গঙ্গানীর,
অবগাহে তাহে নর মা গঙ্গা গাইয়া ;
শঙ্খ ঘণ্টা কোলাহল মিশিয়া উঠিল রোল
অনন্ত ব্যাপিয়া শব্দ পড়িল ছাইয়া।

আহা কি সুন্দর দেখি বঙ্গের রমণী একি
হাঁসিছে জাহ্নবী-জলে আকণ্ঠ ডুবা'য়ে ;
পদ্ম মুখে মৃদু হাস, এলো থেলো কেশ পাশ,
সমস্ত জীবন মন নিতেছে ভুলা'য়ে।

জল ত্যজ নিতম্বিনি নতুবা এখনি ধনি
শীতল জাহ্নবীজলে জ্বলিবে জ্বলনে।
চন্দ্র বুঝি' অস্তমিত, ঊষাকাল সমাগত,
মধুপ নলিনী বোধে দংশিবে বদনে।
উঠ ধনি ত্বরা করি, স্নাত বস্ত্র পরি'হরি'
ধরণী মঙ্গল হেতু গাও বিভু গান।

আবার উঠুক শশী আলোকিয়া দশ দিশি,
বাজুক মানব প্রাণে সুমধুর তান।

কে গো এ ষোড়শী বালা! গলেতে স্ফটিক মালা,
গৈরিক বসনা বামা বসি গঙ্গা-তীরে।
বিশদ বদনে আহা, পড়েছে বিষাদ-ছায়া,
ঝরিছে নয়নে জল বিন্দু বিন্দু ধীরে!
লবঙ্গ লইয়া করে, রাহুরে প্রদান করে'
বলিছে অনুচ্চস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়াঃ—
"হে রাহু জন্মের শোধ, গ্রাস শশী হীন বোধ;
আর যেন নাহি উঠে আকাশে হাঁসিয়া!
দিয়েছি লবঙ্গ তোকে, উগলি ফেলনা ওকে,
হজম হইয়া যাবে পেটেতে তোমার;
আর না উঠিবে শশী আলোকিয়া দশদিশি,
পোড়াইতে হিয়া খানি বিরহী জনার।"
এই মাত্র বলি ধনী শঙ্খেতে করিল ধ্বনি,
প্রতিধ্বনি ব্যোম-গর্ভে ঘুরিতে লাগিল।
আসন ত্যজিয়া উঠি, কেশেতে বাঁধিয়া ঝুঁটি,
বন্দিয়া গঙ্গারে বামা আবার কহিলঃ—
"হে শিব-তোষিনি, ভব-জন-তারিণি,
নিত্য নিরঞ্জনি মাতর গঙ্গে।
চিত্ত অহরহ, দগধ হুতাশনে,
পাগল ইব ভ্রমি তাপন সঙ্গে।

২

সাগর-গোত্রজ তব ক্ষিতি আগমে
পর্শয়ি লভইলা সদা নিরবাণে।
মাদৃশী মানবী কলুষিত মানসা
তারহি জাহ্নবি রাখ নিজ মানে।"
গাইতে গাইতে বামা জনতা বিদারে
অদৃশ্য হইল, পৃথ্বী ডুবিল অাঁধারে।

বৃষ্টি।

বৃষ্টি কোথাহ'তে নামিতেছ,
আসিতেছ টাপুর টুপুর?
কোথাহ'তে জন্মি পেলে তুমি
বিন্দুদেহ এশান্তি-প্রচুর!
যথা গোপী সুখী দুগ্ধ স্রবি'
পড়ে যবে গাবুর গুবুর;
সুখী তেম্নিতর বসুমতী,
দেখি'তোর টাপুর টুপুর।
আনন্দিত প্রাণ চাতকিনী
গায় গান গগনে গগনে,
ময়ূর ময়ূরী তোরে হেরি'
নাচিতেছে হরষিত মনে;
আনন্দেতে মেতে' খেলিতেছে
ছুটে' ছুটে' সমীর নাচিয়া.
শূন্যে শূন্যে ঘুরি' কাদম্বিনী
কেশে ধরি' টানিয়া টানিয়া।

তৃষাকুল পুষ্প চেয়ে আছে
তোরি পানে নিথর নয়নে,
বারি পান করি' জুড়াইতে
শুষ্ক কণ্ঠ, দগধ মরমে।
তুমি কোথাহ'তে নামিতেছ,
আসিতেছ টাপুর টুপুর ?
বল জন্মি' কোথা পেলে তুমি
বিন্দু দেহে এ শান্তি প্রচুর !
এই শুভ্র দেহ ঢল ঢল
সুশীতল নিরমল জল !
এই তৃপ্তি ভরা বিন্দু দেহ
একতায় ধরি গুরুবল !
ধরার তাপের দুঃখে গলে'
পৃথ্বী ব্যথা মরুত কহিল
মহা শূন্যে উঠে', তাই বুঝি
শ্রীপতির করুণা ঝরিল !
করুণা হইতে পেলে তুমি
বিন্দুদেহ এশান্তি প্রচুর,
স্নেহ নীচগামী ব'লে, তুমি
নামিতেছ টাপুর টুপুর।

-:•:-

প্রকৃতির প্রতি।

প্রকৃতি, কে দিলে সাজা'য়ে তোরে
এমন মনের মতন ক'রে!
এমন, নীলাম্বর শাড়ী কে দিল পরা'য়ে
জগতে নাহিক তুল;
ও তোর, এলাইত কেশে কে দিল বসা'য়ে
সোণার তারকা ফুল!
ও তোর, অমল বদনে কে দিল মাখা'য়ে
উষার সে শুভ্র হাসি,
ও তোর, সীমন্তে সিন্দূর কে দিল ঢালিয়া
অরুণ-বিভাস-রাশি।
ও তোর, বুকের মাঝারে সুধা পূর্ণ শশী
প্রেমের নিসানা কার!
ও তোর, অন্তরের মাঝে কে দিল জ্বালা'য়ে
প্রণয় আলোক সার!
ও তুমি, কাহার সোহাগে মরমে গলিয়া
হৃদয় করেছ দান,
কহ, কেবা সেইজন হৃদয় পাইয়া
রাখিল তোমাতে প্রাণ।
বড়, জানিতে বাসনা সদয়া হইয়া
তনয়ের প্রতি তোর,
ওমা, মনের মাঝারে জ্ঞান রূপে আসি'
পুরাও বাসনা মোর।

সমুদ্রে মেঘগর্জ্জনে।

ওমা, কেন মা এমন হলি !
আমি, মোচার খোলায় সাগর মাঝারে,
ওমা, কেন মা এমন হলি !
এমন, তারা তোলা শ্রীঅম্বর ফেলে,
একি শ্রীঅম্বর পরিলি,
তোর, কুন্তল রাশি বেপেছে গগন,
একি গো মা রূপ ধরিলি !
ওমা, থেকে থেকে থেকে ওকি হাসি হাস
চমকি ওহাসি হেরি'।
থেকে থেকে থেকে ওকি মা নিনাদ
বাজা'য়ে রণের ভেরি !
তালে তালে তালে ওকি মা নাচিছ
উর্মিয়া পরেশ বুকে !
ওযে, সদানন্দময় বিহীন বাসনা
ওর, কথাটি নাহি যে মুখে।
ওযে, তোমারি রূপেতে শূন্য হৃদি ভরি'
ধ্যানেতে রয়েছে চেয়ে',
ভাব-গলে' গলে' পড়িছে উহার
শুভ্র কপোল বেয়ে।
কেন মা নাচিছ প্রলয়ের বেশে
প্রলয়ের তালে তালে ;

শূন্য বুক খানি বাজিছে যে ওর
ওই তালে তালে তালে!
তোর, কালরূপ হেরি' রবি শশী তারা
নয়ন মুদিয়া রয়,
ছুটিয়া ছুটিয়া সমীর পলায়
পাইয়া পরাণে ভয়!
অকূল সাগর আকুল হয়েছে,
ব্যাকুল পলাতে ভয়ে!
জীব জন্তুগণ সবে শোকাকুল,
রয় জড় সড় হ'য়ে।
ওমা, বিপদ নাশিনি বিপদে শ্রীদুর্গে
কর মা সকলে ত্রাণ।
মাগো, হেরি' তোর রূপ হিয়ার ভিতরে
কাঁপিছে আমার প্রাণ!

——ঃ*ঃ——

নিশা।

শূন্য-ভরা নত-আঁখি কেন নিশি আছ বসি'
শ্মশান যোগিনী যেন হ'য়ে?
কোন গুরুমনস্তাপে অঙ্গে সুখ-ভস্ম লেপা,
অভিমান উঠে হিয়া ব'য়ে;
সোণার তারার হার ছিঁড়িয়া দিয়েছ ফেলি,
দূর ওই বক্ষে গগনের,
একবার চন্দ্রমারে নাহি দেখ দিয়ে তব
ই, সৃষ্টি নয়নের—।

মৌন মুখ পথে তব   ফুটিছে নীরব ভাষা—
বাসনাতে জ্বালিব আগুন !
তাই যেন চরাচর   ভীত প্রায় বাক্ হীন
পাঠ করি' বাণী নিদারুণ ;
ছোট ফুল গাছ গুলি   আনন্দে ফুটায় ফুল
বোঝে নাক অত শত কথা,
পাগল সমীর নাচে   আপন মনেতে তার,
—মাথা নাই কোথা হবে ব্যথা।
তোরি সঞ্জীবনী প্রেমে   পাইয়া নবীন প্রাণ
শিশু শশী আসিয়া গগনে,
ম্রিয়মান হেরি' তোকে   ভাবনা পীড়িত তনু
ল'য়ে ভাসে অলস গমনে।
ভাবনার যাতনায়   শুক্ল তৃতীয়ার শশী
হইয়াছে নিবু নিবু প্রাণ,
তবুও দর্শন সুখে   শশীর অন্তর হ'তে
বাহিরিছে হাসি খানি ম্লান !
প্রকৃতি মানস কন্যা   অয়ি সুখময়ি নিশা
কেন বল এত ম্রিয়মান ?
হিয়া খানিময় তব   শ্রমবিনোদিনী সুরে
বাজে সদা ঘুম আনা গান।
শ্রান্তি হরা শান্তি দেহ,   এমন কোমল প্রাণ,
পাইয়াছ প্রকৃতির বরে,
তোমার কোলেতে যবে   জগৎ যাইয়া পড়ে
লও তার সব ব্যথা হ'রে।

সকলের ব্যথা তুমি হর শশীবিলাসিনি,
কিন্তু নাহি পারি' ঘুচাইতে
নাথের তোমার অই বুক জোড়া ব্যথা খানি
রয়েছ কি দুখ-গুরু-চিতে !
তোমা প্রতি প্রকৃতির রাগহীন ভাল বাসা
দেখি' দুঃখ উঠে হিয়া ব'য়ে,
তাই বুঝি আছ বসি' শূন্যভরা নত আঁখি
শ্মশান-যোগিনী যেন হ'য়ে,
ছিঁড়িয়া দিয়েছ ফেলি' সোণার তারার হার
দূর ওই বক্ষ গগনের ;
নাহি দেখ চন্দ্রমারে এক বার দিয়ে তব
মিষ্টি দৃষ্টি, সৃষ্টি নন্দনের—।

অতীত কথা।

সে কালের মত আর কি কখন
আকাশে উঠিবে রবি !
আর কি কখন জুড়াব দেখিয়া
সেই মুখ সুখছবি !
হবে কি সে দিন ! জোছনার মত
সেই হাসি রাশি ছুটি'
ঘুচাবে আঁধার, হৃদয়ে পশিয়া
বেদনা লইবে লুটি' !

মরম গলান সোহাগের কথা
পশিবে শ্রবণ মূলে,
সুখ সরোবরে হইব মগন
আপনি আপনা ভুলে!
নানা, প্রতি দিন যাবে, নূতন আসিবে
গগনে ভাতিবে রবি,
নূতন নূতন মর ধরাতলে
ফুটিবে কতকি ছবি;
কিন্তু, পুরাণ সেদিন, পুরাণ সে রবি,
আর না আসিবে ফিরে।
পুরাণ সে প্রেম আর না লভিব
রব এ নিরাশা-নীরে!
যদি বা কখন মিলে দরশন
সেই প্রাণধন সনে,
উথুলে উঠিবে পরাণ, কিন্তু
রহিবে নীরব মনে।
তার সেই হিয়া ছেলে বেলা মোর
যা ছিল বাঞ্ছিত পুর,
তাহাতে এখন বসা'য়ে অপরে
করেছে আমায় দূর!
এবে বুকে তার শোভে কুচগিরি
ধরিলে বিঁধিবে বুকে;
আদরে ধরিয়া অধর চুমিলে
কলঙ্ক লাগিবে মুখে!

আজি আর নাই সে সুখের দিন
কালেতে মিলা'য়ে গেছে,
ভগ্ন গৃহ মাঝে বিস্মৃতি স্তূপে
কেবল রেখাটি আছে!
যদিও গিয়েছে সে সুখের দিন,
কালেতে মুছেচে সবে,
তবু ভগ্ন গৃহে আধ স্মৃতি আলো
চির দিন ধ'রে রবে!

বিচ্ছেদে।

তোমা ছাড়া হ'য়ে,
এত দুঃখ স'য়ে,
এ জীবন ব'য়ে
কেমনে থাকি।

সাধ টুটি' গেল,
আশা ফুরাইল!
মরণ কেবল
আছয় বাঁকি!

তাই প্রিয় ধন
করিয়াছি মন,
যাইব গহন,
বেদন ভুলে।

ও মুখ স্মরিব,
ক্ষণেক কাঁদিব,
মনে প্রবোধিব
গিয়েছে ভুলে'।
যাইব একাকী,
একা প্রাণ সাথী,
তব মুখ রাখি'
হৃদয়ে পুরে'!
করি দৃঢ় পণ
ভ্রমিব গহন,
ফুরাবে জীবন
কাননে ঘুরে।
কাঁদিলাম যবে
কাহাকেও তবে
দেখিনু না ভবে
আসিয়া মোরে
সুধাল বচন,
করিল যতন
মুছা'য়ে নয়ন—
গলিত—লোরে!
যাই বনে গিয়া
মনে নিরমিয়া,
হৃদয়ে ভরিয়া
মূরতি তোর,

করিব সাধন
দিয়ে প্রাণমন,
যাবত জীবন
রহে গো মোর।

কুহু

গাছের আড়ে কোকিল ডাকে
কুহু কুহু কুহু;
হিয়ার মাঝে সে ধ্বনি পশে
উহু উহু উহু।
উদাস করা তানটি শুনে'
বন্ধ ক'রে কাজ,
হিয়ার রাজা মনটি যায়
চিন্তাকাশ মাঝ।
সেথায় জ্বলে মতির আলো
মধুর কিরণে,
স্মৃতির মেঘে উঠিছে ছবি
রুচির বরণে,
কল্পনা তারা উঠিছে ফুটে'
চিন্তাকাশ ময়,
আশার বায়ু সুখের গন্ধ
নিয়ে ধীরে বয়।

সেথায় গিয়ে হিয়ার রাজা
কর্ম্ম শীল মন,
রইল ভুলে' আপন পুরি
হৃদিসিংহাসন ;
অভাব বুকে ক'রে হৃদয়
জ্বলে' পুড়ে' মরে ;
ইন্দ্রিয় গণ হইল মরা
কুহু কণ্ঠে ভরে'।
অভাব তাপে বুকের গেল
বাঁধা সুর খুলে',
আওয়াজ হ'ল বেজায় তর
হৃদয়ের মূলে।
যন্ত্রের করা মনের কুঞ্জে
অভাব ঢুকিয়া,
প্রীতির বৃক্ষ স্নেহের লতা
দিল পোড়াইয়া।
নিনাদ শুনে' আইল মন
নেমে হিয়া পুরে,
দেখিল রাজ্য হয়েছে ভস্ম
চতুর্দ্দিক ঘুরে',
কপাল হেনে' পড়িল বসে'
চক্ষু দু'টি বুঁজে'।
কেউ পেলে না তারেরে আর
হিয়াখানি খুঁজে।

দুদিন বাদে উঠিল ভেসে
হৃদয়-তটে সে;
ছায়ার মতন মলিন দেহ
সন্ন্যাসীর বেশে।

আদর।

ওরে আমার চাঁদের কোণা,
আর করোনা দুষ্টুপোনা;
নানান্ লোকে নানান্ বলে
মুখ ক'রে ক'রে।
এসে আমার বুকের' পরে
যত পারিস্ পরাণ ভরে
ভাসিয়ে হাসি অধর তলে,
খেল প্রাণ-ভ'রে।

পরাণ থেকে গড়িয়ে আসি,
ওই ঠোঁটের রঙিন্ হাসি,
পড়বে মোর নয়ন' পরে
আলোকির্ণি ক'রে;
তখন মোর মাঝার বুকে
ফুটবে কমল হাঁসি মুখে
হৃদয় খানি মধুর ক'রে
আহ্লাদেতে ভ'রে।

ছুটি আদরের পেতে নিয়ে
সঙ্গে তোমার খেল্‌বো গিয়ে
হৃদয়-তটে তিনটিতে সে
ভাব্ ভাব্ ভাব্ ক'রে ;
কেউ সেখানে করে না মুখ
উঠে সদাই মনের সুখ
ভাসিয়ে দিয়ে পরাণটি সে
বুগ্ বুগ্ বুগ্ ক'রে,

সেথায় আমার লক্ষী মেঁয়ে
খেলা করো মা আমায় চেয়ে
পাগল ক'রে পরাণ মোর
গুণ্ গুণ্ গুণ্ স্বরে ;
দেব তখন প্রাণের খেলা
তোর দুহাতে অনেক মেলা
খেল্‌না পেলে হইবে তোর
মনটি গর্‌গরে।

প্রেম-নৈরাশ্য।

বুকে ক'রে মন টুকু তারে দিয়েছিনু ঢেলে'
বুঝিনি আনন্দ যাবে, বুঝিলাম চলে' গেলে!
নিরানন্দ বুকে ধ'রে
রহিব জীবনে মরে
আগে বুঝি নাই তাহা, বুঝিলাম চলে' গেলে!

চলে গেলে সে গো কিছু ক্ষতি মোর নাহি হ'ত,
মোর মন টুকু যদিমোরে ফিরে দিয়ে যেত!
তাহ'লে গো মন দিয়া
রাখিতাম নিরমিয়া
তারি রূপ হিয়া মাঝে, নিশি দিন সুখ র'ত!

তা না ক'রে চ'লে গিয়ে করিল বিষম ভুল!
প্রেম ভাঙ্গা ডালটিসে বিরহ কণ্টকা কুল
'মোর হৃদে রেখে গেল!
একবার না ভাবিল
বিষম কাঁটার ঘায় জ্বলিবে হিয়ার মূল।

চলে গেল হরষেতে মনটুকু পেয়ে মনে;
চঞ্চলা হয় ত মন ফেলিবে কালের বনে!
আনন্দে পাগল পারা
সে যে গো বিবেক হারা,
মুখে চুম খেতে সে যে খেত চুমু দুনয়নে;

থল থল পরাণে সে ভাব ভরা নয়নেতে,
মন নিতে দিত বুকে বুক খানি যতনেতে
তার সরলতা গুণে
কিছু নাহি জেনে শুনে'
দিয়েছিনু মন ঢেলে'তারে পরাণেতে মেতে।

স্বপ্নেও ভাবি নাই একটী দিনের তরে
কোমল কঠিন হবে, বাজিবে গো হিয়া পরে!
হৃদয়ে সন্দেহ র'ল
কেন গো এমন হ'ল!
প্রকৃতিতে যাহা নাই জন্মিল কেমন ক'রে!

বিরহ।

মাধুরী-পিপাসী মোর দুটি আঁখি তারা।
তৃপ্তি পেত পিয়ে যার রূপ আলো-ধারা,
সেই রূপময়ী দূরে!
নাহি আলো হিয়া পুরে!
অভাব হৃদয় জুড়ে লেপেছে আঁধার!
ম্লান বর্ণে প্রাণ রহে তাহার মাঝার!

নিতান্ত নিঝুম যেন অতি দুরবল
রহে প্রাণ হৃদি তলে অবশ অচল!
নাহি সে কল্লোল গান!
নাহি সে মধুর তান!
পূর্ণিমা আলোকশূন্য হৃদয়ের তলে
উঠে না বুদ্ বুদ্ আর পরাণ উছলে!

শূন্য হিয়া থর থর কাঁপে অবিরত
আলো শূন্য প্রকৃতির হৃদয়ের মত।
জড় হ'য়ে গেছে সুর

বস্তু সব লক্ষ্য দূর
গাঢ় অন্ধকার পূর্ণ হৃদয়-আকাশ
রুদ্ধ করি' আছে মোর আবেগ-বাতাস।

গভীর তিমির অঙ্গে নীরবতা মিশি'
ব্যাপিয়াছে সমস্ত সে হৃদয়ের দিশি!
আকাঙ্ক্ষা আঁধারে থেকে'
উঠিতেছে কেঁপে' কেঁপে';
শুষ্ক দুটি আঁখি, তার দৃষ্টি দুরবল,
শূন্য হিয়া হাহা হাহা করিছে কেবল!

হৃদয় হয়েছে তপ্ত ভাবনার তাপে!
সে অসহ্য তাপে মোর ম্লান প্রাণ কাঁপে!
হইয়াছে দেহ ক্ষীণ
রূপহীন শক্তি-হীন,
শুধু সেই প্রেয়সীর বিরহ দহনে!
যথা সে মলিন চাঁদ দিবার গগনে।

প্রাণময়ী বিনা এই হৃদয় আমার
অশান্তিতে ধরিয়াছে ভীষণ আকার!
ব্যাপিয়া সারাটি অব্দ
নাহি কোন সাড়া শব্দ,
উদাসীর মত মন হিয়ার গহ্বরে
পড়ে আছে দিবানিশি হতাশ অন্তরে!

ক'দিন রহিবে আর এরূপে পরাণ
প্রাণময়ী প্রেম সেই না করিয়া পান ;
দুরবল আঁখিদ্বয়
আর গো ক'দিন র'য়
সেই শ্রীর রূপ-সুধা না করিয়া পান,
না হেরি' হরিণী হীন সে চাঁদ বয়ান !

কবে গো আবার তার দৃষ্টি করুণার
রচিবে মধুর সৃষ্টি হৃদয়ে আমার !
রবিশশী সাজাইয়া,
তারাগুলি মানাইয়া,
কৌমুদী মাখায়ে কবে আলোকিবে হিয়া !
পূজিব তাহাকে কবে মন-প্রাণ দিয়া !

বিদায়।

বিদায় দে রবি-ভাতি, বিদায় দে জ্যোৎস্না-রাতি
বিদায় দে তারা-মালা, বিদায় আকাশ !
বিদায় দে প্রবাহিনি, বিদায় কুল কুল ধ্বনি,
শীতল মধুর স্নিগ্ধ বিদায় বাতাস !
বিদায় চন্দ্রমা হাঁসি, ফোটাফুল, গন্ধরাশি
বিদায় বিষাদ রাশি, বিদায় সংসার !
বিদায় দে ভুল-ভ্রান্তি, বিদায় দে শ্রম-ক্লান্তি,
গুরু হে মজাও মন চরণে তোমার।

বিদায় অতৃপ্ত আশা, বিদায় দে ভালবাসা,
বিদায় ধরিত্রি মাগো চলিলাম ভেসে।
ধরো না ধরো না মায়া, ধরো না আশায় ছায়া
হাঁসি কান্নাময় চিত্র ধরো না এ শেষে!
দেখাও না প্রেম জল প্রেম নেত্রে ঢল ঢল,
দেখাও না প্রেম হাঁসি বিদায় আমার!
ভুলিছি আপন পর, ভুলেছি গো তারপর,
মেতেছি কেমন তর নহে বলিবার।

দেখা দেও।

আমি অন্তর খুঁজে দেখিতে না পাই
কোথায় রয়েছ মিশিয়া
মোরে ব্যাকুলিয়া তোলে তোমার পিপাসা
আসিয়া
এই ব্যাকুল জনার অন্তর মাঝে
দেখা দেও প্রভু আসিয়া।

আমি চির নিশিদিন রয়েছি একেলা
শুধুই তোমার আশাতে!
মোর হৃদয় হইল পূর্ণ কীটের
বাসাতে!
আমি বুঝিতে পারিনে কিযে ধ্বনি উঠে
ভাষাহীন তব ভাষাতে।

প্রভু কত দিন আর এমন করিয়া
রহিব ঊর্দ্ধ মুখেতে
হয়ে মর্ম্মে কাতর, আশা জড়াইয়া
বুকেতে,
থাকি' বিশ্বের এই কঠিন মাটিতে
অকূল-আকুল-দুখেতে !

হয় পলে পলে মোর জীবন অবশ
মন হ'য়ে আসে দীন !
নিবে উৎসাহ-দীপ হইয়া ভরসা—
বিহীন,
অন্তর মাঝে অনুরাগ বল
তাও হয়ে আসে ক্ষীণ !

এই একস্থানে বসি' নিত্যই দেখি
পূর্ব্ব হইতে আসিয়া
ওই এক রবি শশী গগনে চলেছে
ভাসিয়া,
মনে কারো সুখ জ্বেলে', কাহার ছাইয়া,
পৃথিবীর তম নাশিয়া।

আমি নিত্য ভাবি তুমি করুণার বেগে
আপনি উঠিবে ফুটিয়া
ওই ওঁকার রূপে বিশ্ব ডিম্ব
টুটিয়া !

আমি দেখিব তোমায় তৃষিত নয়নে
বাসনার সহ ছুটিয়া!

কিন্তু প্রতি দিন দিন সেই দৃঢ় আশা
দুর্ব্বল হয়ে আসে,
মোর হৃদয়ের তলে ঢলে পড়ে মন
হতাশে!
দেহ রুধির বিন্দু লোনা জল হয়ে
নয়ন প্রান্তে ভাসে!

প্রভু কত দিন আর বুকের মাঝারে
দুরন্ত তৃষা লইয়া,
থাকি প্রতি পলে পলে জীবনে মরণ
সহিয়া!
এসে অন্তর মাঝে দেখা দেও প্রভু
সেবকে সদয় হইয়া!

যুবার উক্তি।

ওহে কোথা হতে এলে,
শ্রীঅম্বর পরে' কাঁদিতে কাঁদিতে
এমরতে হয়ে ছেলে?

এবে বৃদ্ধ হয়ে তুমি,
কোথায় যেতেছে এ দীন বেশেতে
ছেড়ে এমরত ভূমি?

বল ওগো আঁখি মেলে'
এতদিন তুমি পৃথিবী ঘুরিয়া
বিজ্ঞান কুড়ায়ে পেলে

আলো অন্ধকারে ধরা
নিত্য ডুবে হাসে, এ দেখে কি কিছু
করিয়াছ মম গড়া ?

বল কিবা সুখ দুখ ?
এতদিন তুমি যাহার যতনে
রেখেছিলে দিয়ে বুক।

বৃদ্ধের উক্তি।

বৎস, পেয়েছি যা তাগো ভাল।
এবে, বৃদ্ধ দেহ ফেলে হাঁসিতে হাঁসিতে
চলেছি মাখিয়া আলো।

বৎস, সুন্দরী প্রকৃতি সহ
তিল ছাড়া নহে কখন চৈতন্য
লিপ্ত তিনি অহরহ।

প্রকৃতি স্বভাব এই
মায়া পরকাশি' আপনা বিস্তারি'
বহুধা হয় গো সেই।

যোগ হতে সব জীব
বিকার পাইয়া, ধরে নানা রূপ ;
বিকার যাইলে শিব।

তুমি আমি সব তাই।
যোগ হতে সবে বিকার পাইয়া
মরতে আসি গো ভাই।

এই যে দেখিছ ধরা
আলো অন্ধকারে হাসিছে ডুবিছে,
প্রকৃতি-মায়াতে ভরা।

প্রকৃতি যখন লবে
মায়া আকুঞ্চিয়া তখনি সকলি
প্রকৃতি হইয়া রবে।

অভাবে জানিও দুখ
বাহ্য অন্তরের সব বৃত্তি গুলি
সামঞ্জস্য হলে সুখ।

ফুটে উঠ।

ফুটে উঠ প্রণব রূপে
হৃদয় মাঝে!
বনমালা— শোভিত হ'য়ে
মোহন সাজে!
বিচ্ছেদে কাতর হিয়া
কাঁপিছে আকাঙ্ক্ষা নিয়া,
পঞ্জরে পঞ্জরে তার
ব্যথা গিয়ে বাজে!

একবার উঠ গো ফুটে'
হৃদয় মাঝে,!
ব্যথা লয়ে মগ্ন হই
তোমারি মাঝে!
মিটায়ে তিয়াসা ক্ষুধা,
পান করি রূপ সুধা,
মনের নয়ন দিয়ে,
গোধুলির সাঁজে।

নিতান্ত তোমারি জনে
নয়ন তুলে,
একবার চাহিয়া দেখ
মনেরি ভূলে,

নাহিক ইহাতে দোষ,
হব আমি পরিতোষ
তোমারে অর্পণ করে
মনেরি লাজে।

পূর্ণিমা— আলোক শূন্য
হৃদয় তলে,
কতদিন রহিবে মন
বাসনা গলে!
অন্ধকারে আনা গোণা
নাহি যায় দেখা শোনা
কোথায় রয়েছ তুমি
আপনার মাঝে!

উঠ গো আপনি ফুটে'
অন্তর মাঝে;
বনমালা— শোভিত হ'য়ে
মোহন সাজে!
দুরন্ত সংসার মোরে
টানিছে দুবাহু ধোরে,
না জানি সে কি যে ছাই
সংসারের কাজে!

আমি কে।

মন বুদ্ধি দেহ-সহ চেতনাই আমি
চেতনা সরিয়া গেলে থাকিনাত আমি !
চেতনার শক্তি বলে
উঠি বসি যাই চলে'
তবে আমি দোষী কিসে হে জগৎ স্বামি !

বাসনা জাগিয়া উঠে চেতনার বলে,
নতুবা নিদ্রিত সেত চেতনারি তলে ;
যাহা বাসনায় হয়
ইন্দ্রিয় তা সমুদয়
করে ব'লে, মোরে দোষী কেন কর ছলে ?

জড়েতে সঞ্চারি' শক্তি বিক্ষোভিত ক'রে
শূন্য বায়ু বহ্নি জল ক্ষিতি আদি ক'রে
জীব সৃষ্টি করিবারে
সৃজিলে সে বিধাতারে
হরি-হর-রূপে রহ স্থিতি-লয়-তরে।

বাসনা ছিলনা মোর, নাহি ছিনু আমি ;
চেতনার প্রভাবেতে হইয়াছি কামী,
আমি দোষী কিসে তবে,
হতে সে চেতনা হবে ;
মোরে কেন শাস্তি দেও হে জগৎ স্বামি ?

প্রাণ-প্রতিমা।

যদি তুমি প্রভু হও, আমি দাস হই,
বুঝাইয়া শাস্তি দেও শিরপেতে লই;
নতুবা বুঝিব আমি
তুমি নও মোর স্বামী
আমিও ছিলাম কোন কেও-কেটা নই!

বেদেতে দিয়েছ যাহা নিজ পরিচয়,
তাহাও দেখিতে গেলে আমি দোষী নয়;
নিত্য অদ্বিতীয় তুমি
যা কিছু আকাশ ভূমি
উৎপন্ন তোমা হ'তে ইহা সমুদয়।

তবে যদি বল মোরে, আমি আমি নই
ইহা শুধু অভিনয়, আমি সে তুমিই
তা'হলে তোমার শাস্তি,
হবে মোর বরদাস্তি;
করিব না শান্তি নষ্ট করে হই চই।

শ্রীরাধার উক্তি।

সখি, যাবি কি শুনিতে গান?
সেই যমুনার তীরে পশি' তার নীরে
মোরা শুনিব দু'জনে গান।

যেথা, কুসুম কোরক কোরকে ফুটিয়া
করে সুগন্ধ দান ;
যেথা, ছড়ায় সুরভি অধীর সমীর
হইয়া প্রফুল্ল প্রাণ ;

যেথা, প্রকৃতি সুন্দরী আনন্দের হাসি
হাসিছে খুলিয়া প্রাণ ;
সেথা, যাব কি শুনিতে গান ?
সেই, যমুনার তীরে পশি' তার নীরে
মোরা, শুনিব দুজনে গান।

যেথা, আঁধার জীবন করে আলোকিত
সুখ পূরণিমা আলা ;
যেথা দগধ পরাণ হয় গো সরস,
আনন্দে জুড়ায় জ্বালা ;

যেথা, ভাবের ভাবেতে ভাবনা মিলায়
মনের, খসে পড়ে অভিমান ;
সেই, আনন্দ ভুবনে যেখানেতে সুখ
নিয়ত বিরাজমান ;

সেথা, যাবি কি শুনিতে গান ?
সেই যমুনার তীরে পশি' তার নীরে
মোরা, শুনিব দুজনে গান।

(সখির উক্তি)

ভাসাইতে কুলমান
পার যদি, সখি, চল, যাই তবে
শুনিগে সেথায় গান।

শ্রীরাধার ভাবোচ্ছাস (বংশী রবে)

সই, মরি কি মধুর
বাঁশরী উগারে সুর;
মনে 'লেগে নাচে প্রাণ,
কাঁপে সুখে হিয়াপুর।

ভাব বয় ঝুর্ ঝুর্
রিপু ছয় করি দূর্
শীতলিয়া হিয়াখানি
ইন্দ্রিয়ের ভাঙ্গি ভুর।

ভাঙ্গিয়া মনের ভুল
মন হ'তে কুল কুল
বাহিরায় প্রেমনদী
পরশি হিয়ার মূল।

মুক্ত করি আঁখি চুল,
ফুটেছে আনন্দ ফুল,
আপন রূপেতে তার
করে হিয়া সমাকুল।

রব না আর এ কূলে,
দেখিয়া মায়ার ফুলে,
নিতে এসে ছিনু আমি
নিজের সে দেশ ভুলে।

শ্যামের চরণ মূলে,
যাইয়া দিব গো তুলে,
প্রাণ মন দেহখানি
আর বাঁশী ভাঙা ভুলে।

উঠে মন আকুলিয়া,
পূজিতে শ্যামেরে গিয়া,
মনের এ প্রীতি ভক্তি
চরণে তাঁহার দিয়া।

হিয়া হ'তে মন নিয়া,
ভক্তি প্রণয় দিয়া,
দিব গো মনের সাধে
শ্যাম পদ সাজাইয়া।

পূজার সিদ্ধিতে হিয়া
উঠিবে সে আলোকিয়া,
প্রীতির গগনে তার
থাকি' আমি মিশাইয়া—

দেখিব নয়ন বাঁকা,
চরণে চন্দ্রমা আঁকা,
তারি সে মোহন রূপ
নয়নে পুরিয়া নিয়া।

রাগ।

প্রিয়ে,

তোর, ও পদ কমল যে ভূমি পরশে,
মোরে দে সেথার মাটি,
আমি, গায়ের আগুণ হৃদয়ের জ্বালা
নিভাই তিলক কাটি।
যে নদীর জলে মুখ পদ্ম তোর,
প্রভাত রবিতে ফুটে
দেলো প্রাণ প্রিয়ে শীতলই প্রাণ,
সে জল এ কর-পুটে।
যে মন্দ অনিলে পাগল কর লো
দেখায়ে রূপসি, রূপে,
হরিতে আমার নয়নের জল,
আনসে অনিল ভূপে।
যে হাঁসি তোমার দেখিয়া প্রকৃতি
ভুলেছে বেদনা সব,
সে হাঁসি প্রকাশি' প্রিয়ে লো, আমার
নিবার ক্রন্দন রব।

পিরীতি তৃষ্ণা।

দেবি, কি দোষ পাইয়ে তেয়াগিয়ে গেলে,
মরু মাঝে মোরে থুয়ে,
আমি, দিবানিশি মরি ঝুরিয়া ঝুরিয়া,
অনল উপরে শুয়ে।
মোর, জীবন কি যাবে এমন করিয়া
অনলে পুড়িয়া ঝরে?
তুই, রহিবি দাঁড়ায়ে দেখিবি নয়নে
কেমন করিয়া মরে!
দেবি, এমন করিয়া নিদয় হয়োনা,
কাঁদায়োনা আর ছলে,
মোর, পরাণ বলিয়া এতই সহিল
ফাটিত পাষাণ হলে!
আমি, বিরহে জ্বলিয়া, মরমে পুড়িয়া,
যাচি, জুড়ি ছুটি কর,
তুমি, সদয় হইয়া এ জনের প্রতি
দেও শুধু এই বরঃ—
"তোর, গিরি পয়োধর আড়ালেতে থাকি'
চাহিয়া দেখিব বসি'
তোর, নবীন মেঘের বরণের মাঝে
উদিত বদন-শশী।
তোর, বদনের সুধা, ভাষাতে যাহার
নাহি হয় গুণগান,

মোর, নয়ন-চকোর পিপাসা মিটায়ে
সে সুধা করিবে পান।

তব, প্রেমেতে ভিজিয়া সোহাগে গলিয়া,
তোমাতে মিশায়ে রব,
তোর, কাম-কূপ মাঝে সিনান করিয়া,
কামনায় মুক্ত হব।

আমি, বিরহে জ্বলিয়া, মরমে পুড়িয়া,
তোমারি শরণ লই,
তুমি, সদয় হইয়া, এই বর দেও
নিয়ত তোমাতে রই।

প্রাণের কথা।

প্রিয়ে, সংসার জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া
মন হল অবসান?
আমি, হইব সন্ন্যাসী, কুচগিরি বাসী,
তো'তে দে আমায় স্থান।

তোর, গিরি পয়োধরে বসতি করিব,
পিরীতি সাধন তরে,
সে যে, নিরমল ঠাঁই, দুঃখ জ্বালা নাই,
পরাণ শীতল করে।

সেথা, পূর্ণিমা চাঁদ বদন তোমার,
সতত দেখিতে পাব;

তোর, বচন অমৃত, শীতল মধুর,
প্রাণ ভরে ভরে খাব,
আর, শুভদিন পেলে কামনা সাগরে,
সিনান করিতে গিয়ে,
আমি, কামের মন্দিরে মদনের পূজা
করিব মনেরে নিয়ে।
আমি, এইরূপে নিতি, করিব যাপন,
করিয়া পিরীতি গান,
তোর, হিয়ার গহ্বরে সে ধ্বনি লাগিয়া
নাচিয়া উঠিবে প্রাণ।
আমি, সংসারের জ্বালা এড়াতে করিব
কুচগিরি মাঝে বাস ;
দেবি, প্রাণেশ্বরি, পুরাও আমার
পরাণের অভিলাষ।

ভালবেসে।

তুমি, মন পদ্ম-হ'তে তুলিতে তুলিয়া
সে মধু দিয়েছ মোরে,
মোর, পীড়িত নয়নে মাথায়ে দিয়েছি,
সে মধু দুহাতে করে।
এই দয়া টুকু চিরদিন যদি
এই ভাবে যায় থেকে,

মোর, পীড়িত নয়ন সারিয়া উঠিবে,
তোর, মন-পদ্ম-মধু মেখে।
কি আর কহিব এ মধুর গুণ
নয়নে লাগাতে মোর,
নয়ন দুখানি হইল শীতল,
আইল ঘুমের ঘোর!
শিথিল অঙ্গ এলায়ে পড়িল
ভাবেতে ভরিল হিয়া!
পরাণ আমার ঘুমায়ে পড়িল
কাতর মনেরে নিয়া!
ঘুমাতে ঘুমাতে, কতই মধুর
দেখিনু স্বপন-খেলা!
যেন, হিয়ার মাঝারে হয়েছে আমার
রূপের চাঁদের মেলা!
হাসিতে তাদের থেকে থেকে উঠে,
আলোকিয়া হৃদি স্থান!
বচন তাদের বাঁশরীর ধ্বনি
আকুল করয় প্রাণ!
কতই যে সুখ হ'তে ছিল মনে
দেখিতে স্বপন সেই;
কি আর কহিব, স্বপন ফুরাল
ঘুম ভেঙ্গে গেল যেই।

—:•:—

স্তুতি।

হৃদয় হইতে তুলে কি অমৃত প্রেম সুধা,
আমারে লো করায়েছ পান!
নেশায় বিভোর প্রাণ, নাহি লজ্জা, নাহি জ্ঞান,
হৃদে উঠে ত্রিদিবের গান!
সংসারের যাহা কিছু, সকলি তোমাতে দেখি,
বাসনা তোমাতে হয় লয়!
তোরি প্রেম আলোকেতে বিভাসিত এই হৃদি,
নিরবধি সদানন্দ ময়!

তুমি প্রিয়ে, মহামায়া আমিরে মোহিত জন,
যা খেলাও খেলি আমি তাই!
তোরি প্রিয়ে, এ সংসার আমিরে সংসারী হেতা
সঙ্ সেজে নাচিয়া বেড়াই!
তুইরে আমার সুখ তোরি প্রেমে তৃপ্ত আমি,
করুণায় আনন্দিত হই!
তোরি প্রেম সুধাপানে সংসারের জ্বালাহ'তে
মুক্ত হয়ে আনন্দেতে রই!
লক্ষ্মীশ্রী আমার তুই, তাই বৈকুণ্ঠের রাজা
সংসারেও থেকে আমি হই!
তোমারি দয়াতে আমি তোর মায়া পরাভবি'
তোমাতেই নিত্য আমি জয়ী!

লও পাগলের পূজা পূজি গো চরণ তোর
রাঙা প্রাণ দিয়ে তুয়া পায়!
শুয়ে চরণের তলে ধ্যানে ধরি রূপ তব
উৎসর্গ করি' মন-কায়!
দাঁড়া ও উরসে, প্রিয়ে বাসনা করিতে চূর্ণ
শ্রী-অম্বরে এলাইয়া কেশ!
হেরিয়া প্রকৃত রূপ মিশাই প্রকৃতি সনে,
মিথ্যা দেহ হোক মোর শেষ!

চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণ পূজা।

জগতে বিদায় লয়ে নলিনীর মুখ চেয়ে,
সন্তপ্ত হৃদয়ে করি' কিরণ সংহার,
রক্তিম আননে রবি, পশ্চিম গগনে ছবি
রাখিয়া, ডুবিল করি' আঁধার সংসার।
মুদি পদ্ম পদ্ম-আঁখি হিয়াতে প্রতিমা আঁকি,
বসিল রবিরে স্মরি' যাপিতে যামিনী!
আঁধার হইল ধরা গতোল্লাস দিশে হারা
পতিহারা যেমন সে মলিনা কামিনী।
শোকাবৃতা হেরি' ধরা, সুখদ, তিমির-হরা
নিজ অঙ্গ রাগ দিয়া স্থাপিল গগনে
সুধাকর চন্দ্রমারে, হাসাইতে বসুধারে
ধবল কৌমুদী পাতে অমল বরণে।

অমল কৌমুদী পানে হাসিল কুমুদী প্রাণে,
হাসিল বালুকা কণা, হাসিল ভূধর !
হাসিল প্রকৃতি কক্ষ হাসিল যমুনা বক্ষ
হাসিল আকাশ, তুলি নয়ন বিস্তর !
আনন্দে সঞ্চারি অঙ্গ করিতে বিবিধ রঙ্গ
আলাপিল সুর বায়ু মনপ্রাণ খুলে ;
সে রবে পুলকি উঠে, নানাজাতি ফুল ফুটে,
নাচেসে পুষ্পিত তরু বাঁকা হয়ে দুলে !
শুনিয়া পবন-গান, যমুনা আকুল প্রাণ
হৃদয়ে উঠিল নেচে উরমি-বালক,
আনন্দেতে কল-কল করে যমুনার জল,
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া স্নিগ্ধ কৌমুদী আলোক !

এ সুখ চাঁদিনী রেতে, শ্রীরাধার কুঞ্জে যেতে
পীতাম্বরধারী হরি মদনমোহন,
তৃপ্তির সে এক শেষ ধরিয়া মোহন বেশ,
পরি' বনমালা কম্বু-কণ্ঠ-সুশোভন,
যমুনার তীরে তীরে বাঁশরী বাজায়ে ধীরে
চঞ্চল চরণে চলে পুলকিত মন ;
কিন্তু পদে পদ বাধে, তৃণাঙ্কুর বাদ সাধে,
চঞ্চল মানস করে রাধার স্মরণ।

হেতা ধরি' শ্যামে বুকে বঞ্চিতে যামিনী সুখে
চন্দ্রাবলী পথ মাঝে চায় ঘন ঘন ;
পাদ নিশি গত যামে, আসিতে দেখিয়া শ্যামে,
ছুটি' যাই বাহু তুলি রোধিল গমন।

আকর্ণ নয়ন মেলি', শ্যাম মুখে দৃষ্টি ফেলি',
বলিল সে চন্দ্রাবলী মৃদু ঝঙ্কারিয়া ;
"কোথা যাও, গোপীনাথ, এস আজ মোর সাথ,
করিব রমণ আমি তোমারে লইয়া।
রুদ্ধ প্রেমে ছিন্ন প্রাণ যৌবন সহিত দান
করিব আজিহে নাথ তোমার চরণে,
তোমারে ধরিয়া বুকে কাটাব যামিনী সুখে,
সেই সাধে রোধিলাম তোমার গমনে।
তব দরশন আশা, পরাণের এ তিয়াসা,
মন সাধে নিরখিয়া, আজি মিটাইব !
তোমারে হৃদয়ে রাখি, তব হাসি রাশি মাখি,
চিত হারা চিত আজি পুন জিয়াইব !

এত বলি চন্দ্রাবলী আবেশে পড়িল ঢলি'
চারি নেত্রে যেই হ'ল উভয় মিলন !
শ্রীহরি চরণ তলে, যেন শশী ভূমে জ্বলে,
নীলাম্বর হ'তে চ্যুত চন্দ্রার বদন !
বাজিল বলয় হার, নিতম্বেতে চন্দ্রহার,
রুণু ঝুণু রুণু বোলে চরণে নূপুর !

খুলিয়া পড়িল বেণী, চুলের খসিল ছেনি,
ভূমে পড়ে বলে চন্দ্রা এইত মধুর !
আনন্দ আবেগ ভরে আঁখি হতে বারি ঝ'রে
গণ্ডবেয়ে পড়িয়া গো স্তনেরি উপর
হইয়াছে মনোলোভা, যেন শম্ভু শিরে শোভা
পায় সে নির্ম্মলা গঙ্গা ছাড়িয়া ভূধর।

করে ধরি' শ্যামরায় ধূলি ধূসরিত কায়
তুলিয়া ধরিল বুকে চন্দ্রার বদন,
শোভিল চন্দ্রার মুখ, পাইয়া শ্রীপতি বুক,
নীলাম্বরে মৃগহীন মৃগাঙ্ক যেমন !
আদরে অধর ধরে, শ্রবন জুড়ান স্বরে,
আনন্দ হিল্লোল তুলি চন্দ্রার হৃদয়ে,
কহিলা শ্রীপতি, "শুন, তোমার অপার গুণ
বান্ধিয়াছে, লও মোর তোমার নিলয়ে;
আমাতে যাহার মতি, সেই ভুঞ্জে সুখ রতি,
পায় পতিরূপে সতী আমারে ধরায়;
যে আমার আমি তার, নতুবা গো নিরাকার,
নাহি হেরে অন্য জনে মোহিত মায়ায় !"

বলিয়া চলিল রঙ্গে, শ্রীপতি চন্দ্রার সঙ্গে,
ধরিয়া যুগল রূপ আনন্দ সাকার,
আধ চূড়া বামে হেলা, আধেক কিরিট মেলা,
আধেক জলদ আধ বিজলী আকার !

আধ অঙ্গে পীতাম্বর, আধ ভাগে নীলাম্বর,
আধ গলে ফুলমালা, আধ মুক্তাহার!

এক করে বেণু রাজে, অপরে কঙ্কন বাজে,
আধ বক্ষ সুবিস্তার, আধ ক্ষীরাধার!

হরি পদ নখে শোভা, যেন কোটি চন্দ্র আভা,
প্রদোষ অরুণ ভাতি পদতলে ভায়!

চন্দ্রাবলী পদে নব মলেতে মল্লার রব,
তুলিয়া, হৃদয় মাঝে আনন্দ জাগায়!

যুগল মুরতি ধরি' উপনীত হ'ল হরি
সারা পথে মনোরথে চন্দ্রা নিকেতন;

সখীরা ত্বরিত আসি, অধরে ছড়ায়ে হাসি
দাঁড়াইল চারি পাশে আলোকি ভুবন!

কেহ বা চামর করে কেহ বা ভৃঙ্গার ধ'রে,
কেহ বা বিনোদ মালা সাজাইয়া থালা!

কেহ বা লয়েছে ফুল, কাঁদাইয়া অলিকুল,
মলয়জ পূর্ণ পাত্র ল'য়ে কোন বালা।

অধরেতে মৃদুহাস বিজলীর পরকাশ,
বলিলা সে চন্দ্রাবলী সখী সম্বোধিয়া,
"এনেছি গোকুল রাজ, পূজিব মনেতে আজ,
সকল বাসনা পূর্ণ দিয়ে মম হিয়া।

পূজি আজি এক মনে আমার হৃদয় ধনে,
তাপর সখী লো, তোরা মিটাস বাসনা ;
যার মনে হয় যেবা, আসিয়া করলো সেবা,
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদ, ঘুচিবে ভাবনা।”
নিরখিল চন্দ্রা রব সখীরা অদৃশ্য সব
একে একে তথা হ’তে হইল তখন ;
পতিতপাবন শ্যামে বসাইয়া, বসি’ বামে
নয়ন মুদিল চন্দ্রা স্মরিয়া চরণ।

দেখিল হৃদয় মলে বিনাশি’ আলোক জ্বলে,
বিমল আনন্দ ধারা কিরণ ঝর্ঝর !
দেখিল মূর্দ্ধার পরে চৈতন্য বিরাজ করে,
আপাদ ব্যাপিয়া আছে আকাশে শঙ্কর,
আকাশ বিকার ভূত বিহরয় এ মারুত,
পিঙ্গলা সুষুম্না ঈড়া ত্রিগুণ আশ্রিত,
অবস্থা অন্তর বায়ু, যাহা মানবের আয়ু,
দেখিল সে তাপে রয় ইন্দ্রিয় আবৃত।
তাপের বিকার যাহা, রসরূপে রক্ত তাহা,
শিরায় শিরায় বয়ে করিছে গমন,
রসের অবস্থা ভেদে পৃথ্বী অংশে মাংস মেদে,
ধ্যানমগ্না দেখে চন্দ্রা মুদিত নয়ন।

শ্রীপতির করুণায়, আবার দেখিতে পায়,
অপূর্ব্ব কর্ম্মের চন্দ্রা, জীবের কারণ,

আয়ুর সে পরিমাণ, যাতে নর আয়ু-বান,
করে কর্ম্ম, লভে ফল, যাহার কারণ।

দেখিল মনের সনে, মন্মথ মত্ত রণে,
বিন্ধিতেছে খর শর ধরি ফুল চাপে!

মুরতি ভৈরব ত্রাস, ক্রোধ-করে অস্ত্র প্রাশ,
ফাটায় হৃদয় ক্ষেত্র ক্রুদ্ধ ভীম দাপে!

লকলক জিহ্বা লোল, বিষম উদর খোল
ব্যাদিত বদন লোভ ক্ষুব্ধ পিপাসায়!

করিবারে সংজ্ঞা-হীন, নয়ন পল্লব হীন,
মোহ ধরিয়াছে করে অতল আশায়!

হরিতে বিবেক বল, মুখে করি মদ জল,
ছিটাইয়া মদ, মন-মাতঙ্গে মাতায়!

সম্মুখেতে সুখ লয়ে, আপনি অভাব বয়ে,
দ্বেষ ধরি' দাবানল হৃদয় জ্বালায়!

শিহরি উঠিল চন্দ্রা, স্বপ্নে ভীত যথা তন্দ্রা
ভাঙ্গি উঠে' নিদ্রা অঙ্কে শয়িত মানব;

দেখিলা সম্মুখে হরি শ্রীকরেতে বংশী ধরি'
হাসিত বদনে আছে হইয়া নীরব!

কান্দি কহে চন্দ্রাবলী, গুঞ্জরে যেমন অলি,
মুদিত-কমল পাশে, প্রসাদ-লোলুপ।
হৃদয়ে স্থাপিয়া রবি, দেখালে সুখের ছবি,
তাপর আবার একি করিলে কৌতুক ?
মনসিজ-খর-শর বিষম যাতনা জ্বর
করিতেছে জ্বর জ্বর দাসীর অন্তর!
বাঁচাও বিষম-দুখে পশিয়া দাসীর বুকে
করি' রতি, রমাপতি অব্যয় অক্ষর।
সমর্পিনু কায় মন, এনব যৌবন ধন,
পরশ রতন, তবশ্রীচরণ তলে!
হ'রে লয়ে আঁখি জল, দেও হে বাঞ্ছিত ফল,
কর কেলি, চিদানন্দ হৃদ পদ্ম দলে।"

শুনিয়া শ্রীপতি বলে, "কে জিনে রমণী ছলে!
মন প্রাণ দিলে বটে যৌবন যৌতুক ;
কিন্তু হৃদয়ের মাঝে, লুকায়ে রাখিলে লাজে
যৌবন ভূষণ যাহা, করিয়া কৌতুক!
মরমে সরম র'লে কে বল পশিবে বলে ?
জানিনু রমণী-হৃদি ছলনা আগার!"
চন্দ্রাবলী শুনি কহে, "এবাক্য উচিৎ নহে,
শঠেই শঠতা শুধু করে এ প্রকার।
যখন দিয়েছি কায় তখন যা আছে তায়
তোমারি সকল প্রভু আমার তা নয়!

শুনি কহে রস রাজ, "তোহ'তে না গেলে লাজ,
বিপরীত রতি তবে কেমনেতে হয় ?"
শুনি কহে চন্দ্রাসতী, "যা বলিলা প্রাণ পতি
বিহিত বিধান করা উচিৎ আমার,
ধর করে রস রাজ সমর্পয় দাসী লাজ
"আমার" বলিতে যাহা হইল তোমার।"
বলিয়া বসন খুলি শ্যাম করে দিল তুলি
দিগম্বরী দাঁড়াইল এলাইয়া কেশ !

শ্রীপতি কহিল হেঁসে 'নৃত্য কর এই বেশে
শিব বুকে আনন্দের তুমি এক শেষ।
তুমি আনন্দেতে রবে, আনন্দ তোমাতে রবে
এই হয় বিপরীত বিচিত্র বিহার !
ভবার্ণবে তুমি তরি যে ভজিবে ভক্তি করি
তাহার হৃদয় হবে বিহীন বিকার।"
আনন্দ সহিত রতি করে চন্দ্রাবলী সতী
আনন্দ শিবের বুকে আনন্দ দায়িনী,
হরি পদে প্রেমারতি করিয়া ভনয় জ্যোতি
নিস্তার' তারিণী মোরে ভবেশ ভামিনি।

কোথায় এস মা।

কোলের ছেলে ফেলে,
কোথায় মাগো. গেলে,
আমার জীবনের আলোটি নিয়ে ?
আঁধারে দিশে হারা
না পাই তোর সাড়া,
ব্যাকুল হই তোকে খুঁজিতে গিয়ে ;

যতই খুঁজি তোকে,
আঁধার দেখি চোকে,
নিজেও হই হারা নিজের কাজে !
যতই ভুলে যাই,
বিষম তত খাই
হৃদয়ে ততই যে বেদনা বাজে !

হৃদয়ে ব্যথা পেয়ে,
ছুটেছি বেগে ধেয়ে,
না জানি কোথা যাই অচেনা দেশে !
না যায় তবু ব্যথা,
না পাই স্থান কোথা,
ক্ষণেক জিরাব যে ছুটিয়া এসে !

ছুটিয়া গেল বল,
পেলাম নাহি স্থল,
হয়েছি দুরবল অতীব দীন !

কোথায় আছ মাগো,
আসিয়া দেখে যাগো,
এবার হই বুঝি পরাণ হীন !

আমারে ফেলে গেলে,
আমি কি নহি ছেলে
কেমন তুমি মাগো বুঝিনা তাহা !

এত যে দুখ পাই,
তবুও ভুলি নাই,
তথাপি তোর মুখে সরেনা আহা !

যদিচ বুঝিনাক,
দেখিতে পাই নাক,
পূর্ণ চেতনার অভাবে তোরে ;

তবুও নাহি বুঝি,
জীবন নিতে খুঁজি,
স্বভাব এই মোর—আঁধার ঘোরে !

আঁধার খুঁজে তোরে,
কূপেতে পড়ি' মরে,
না জানি উঠি শেষে কোথা সে দিয়ে!
অভাবে ইহা ঘটে,
কুকথা মিছে রটে,
এ শুধু খেলা তোর আমারে নিয়ে!

যেথানে ভুলি আমি,
সেথানে আছ তুমি,
দেখেও পাইনাকো দেখিতে চক্ষে।
তা'বলে দোষী করে'
মার যে মোরে ধ'রে,
উচিত নহে ইহা তোমার পক্ষে।

তুমি যে মনোহর,
আমি যে মধুকর,
তোমাতে ভুলিব না ভুলিব কিসে?
তোমারি কোলে শুয়ে,
ছিলাম আমি ত সে;
আপন হারা হ'য়ে তোমাতে মিশে!

তুমিত ফেলে গেলে,
কোলের তোরি ছেলে,

আমি ত তোরি সেই অভাগা ছেলে!
তোমার মজা করা,
আমার প্রাণে মরা,
বাঁচি গো প্রাণে আমি এ মজা গেলে!

চরণ দুটি ধোরে,
কাঁদিয়ে বলি তোরে,
দিস্‌নে দুখ আর নেগো মা কোলে।
তোমার পদতলে,
যাইয়া আঁখি জলে,
মুছিয়া থাকি সেথা সুখেরি দোলে!

যেওনা সরে।

এস, এস, বুকে বস,
যেওনা সরে!
তুমি গেলে আমি রব,
পরাণে মরে!
মরণে যে কিবা দুখ,
কি কষ্টে ফাটে বুক,
তুমি না জানিলে কভু,
পরাণে মরে।

বহুদিন প্রাণ হীন
ছিলাম হয়ে !
অস্পষ্ট বিচ্ছেদ ব্যথা
হৃদয়ে সয়ে !
অতি সূক্ষ্ম ছায়া-ছায়া
আসিয়া যাইত মায়া,
যেন স্বপনের মত
উদয় হ'য়ে !

তোমার করুণা দৃষ্টি
মরণে গেলে'
অস্পষ্ট বিচ্ছেদ ব্যথা
উঠেছে জেগে'
সামান্য জীবন লয়ে,
আচ্ছন্ন হৃদয় বেয়ে,
উঠিতে যাইয়া পড়ি
ভীষণ বেগে

নবীন কোমল প্রাণে
সবে না এত,
মৃত জড়বৎ হয়ে
সয়েছি যত !

কেন এত ব্যথা দিয়ে
জীবেরে ঘোরাও নিয়ে
হে বিশ্বজনের গতি,
ক্রূরের মত ?

ব্যথিত পরাণ মোর
হৃদয় তলে,
কাঁদিয়া বহায় নদী
নয়ন জলে !
তোমা প্রতি নিশি দিন
চেয়ে আছে হয়ে দীন
কাতর কণ্ঠেতে ডেকে
তোমারে বলে ?

এস, এস, বুকে বস
যেওনা সরে !
তুমি গেলে রব আমি
পরাণে মরে !
আর দিওনাক দুখ
ভেঙনাক ভাঙ্গা বুক
কৃপাকরে এস বুকে
যেওনা সরে।

চাই।

ও দুটি চরণ শীতল জানিয়ে
চরণে শরণ লই ;
রাখ দীন দাসে ও চরণ তলে
হে দেবি জগন্ময়ি।

তুমিই পুরুষ তুমিই প্রকৃতি
তুমি হর মনোরমা,
বেদ প্রসবিনী বাগ্বাদিনী তুমি
তুমি নারায়ণী রমা।

তোমারি ভজন তোমারি পূজন
তোমারি আরতি করি।
ঐ ওঙ্কার মাঝে সতত বাসনা
ডুবে' গিয়ে আমি মরি।

তুমিই আমার হৃদয়ের মন
তুমি সে গলার হারা।
তুমিই আমার পরাণের ধন
তুমি সে নয়ন তারা।

তুমিই আমার অধতে ঊর্দ্ধে
তুমিই আমার শক্তি ;

তুমি সে আমার হৃদয়ের মাঝে
দেছ অনুরাগ ভক্তি।

তুমি সে পুণ্য জীব অগম্য
তুমি নিরমল জ্যোতি,
তুমি বিশ্বনাথ এক দুই তিন
তুমি অগতির গতি।

তুমি যারে কর কৃপাবিন্দু দান
সেই সে তোমারে দেখে;
জীয়ন্তে মরিয়া থাকে সেই জন
রূপের আলোক মেখে।

নিবে তার আশা, না থাকে পিপাসা
বাসনা নাহিক জাগে;
উত্থিত হয় পরাণ তাহার
তোমার সে অনুরাগে।

তুমি যার হৃদে সেই সে পুরুষ
অপরে প্রকৃতি সবে।
সেই, পুরুষ যে ভজে তুমি তার প্রতি
প্রসন্না হও ভবে।

ঐ ওঁঙ্কার মাঝে মগ্ন করে লও
আমি-হারা হয়ে যাই ;
ছিলাম যেমন তোমারি কোলেতে
তেমনি থাকিতে চাই।

পূর্ণ কর অভিলাষ।

সংসারের কাজে আর ঘুরায়োনা নিয়ে ;
শান্তি দান কর প্রভু, প্রেম ভক্তি দিয়ে।
ঘুচাও বাসনা যত,
ক'রে রাখ পদানত,
একান্ত শরণাগতে চাও মুখ তুলে' ;
সংসার বাঁধন সব দেও মোর খুলে'।

বিষময় সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া
নিতান্ত কাতর মোর হইয়াছে হিয়া ;
কৃপা করি' বরিষণ
স্নিগ্ধ কর হিয়া মন,
আর যে পারিনে প্রভু বেদনা সহিতে,
গুরুকৃত কর্ম্মভার হৃদয়ে বহিতে।

তুমিত বলিয়াছিলে আপনার মুখে
—এখনো সে কথা আছে ধর্ম্মগ্রন্থ বুকে-
"যেজন শরণ লবে,
তার নাহি দুঃখ রবে,
তাহার মস্তকে দিবে শ্রীচরণ তুলে
এখন গিয়েছ কিহে সেই কথা ভুলে।

শুনিয়াছি গুরু মুখে তুমি বলে ছিলে,
পাপ তাপ দূরে যায় তব নিলে,
পাপশূন্য হলে হৃদি
তুমি আস গুণনিধি
করিতে রমন সেই দীন দাস বক্ষে।
কিন্তু কই পাইনাত দেখিতে তা চক্ষে

যেমন দিয়েছ শক্তি ডাকি সেই মত,
বাসনা সতত চিতে থাকি পদানত;
কিন্তু কই রাখ পায়,
সদা করি হায় হায়,
তবুও টলনা তুমি অটল অচল,
আমি শুধু কোণে বসে' ফেলি আঁখি জল!

অপরাধ ক্ষমা ক'রে কাঙালের নাথ
এ দাসের প্রতি কর কৃপা দৃষ্টিপাত;
চরণের তলে গিয়ে
দেহ মন প্রাণ নিয়ে
জুড়াই হৃদয় ব্যথা তব গুণ গেয়ে,
পূর্ণ কর অভিলাষ কৃপা নেত্রে চেয়ে।

ভালবাসা।

ভালবাসা নহে শুধু কবির কল্পনা!
নহে শুধু মানবের মুখের জল্পনা!
ভালবাসা শূন্য নহে মানবের মন,
বস্তু পেলে দৃষ্ট হয় তার উদ্দীপন।
ভাবের অভাবে প্রাণ আকুলিয়া উঠে'
অদম্য বেগেতে যায় পিপাসায় ছুটে'
নাহি মানে বাধা বিঘ্ন, বিবেচনা শূন্য,
নাহি তার বোধাবোধ জ্ঞান পাপ পুণ্য।

যে অভাবে ব্যাকুল সে পাইলে তাহাকে
নাহি থাকে উতরোল বুঝে আপনাকে।
কিন্তু নাহি গেলে তৃষ্ণা শুধু বসে' কাঁদে,
আপনি জড়ায়ে পড়ে আপনার ফাঁদে।

অস্থির সতত রয় অভাবেতে শুধু,
দিবানিশি মন জ্বলে' করে ধূধূ ধূধু !
জীবন লভিতে যাহা হৃদয়েতে হয়,
তাহারেই ভালবাসা সকলেই কয়।

ব্যথিত সকলে সত্য এ জগন্ময় !
ভালবাসা সকলেরি প্রাণে উথলয়।
কিন্তু যে কখন নাহি আপনাকে বুঝে ;
কোথা আছে শান্তি, সে কি পারে নিতে খুঁজে ?
মুগ্ধ যত হবে জীব বাসনার বশে,
ততই তাহার প্রাণ, প্রাণ হ'তে খসে।
ক্রমশঃ সে হয়ে পড়ে জড়ে পরিণত,
হৃদয়ে থাকিয়া যায় মন ব্যথা যত।

সামর্থ্য থাকিতে যদি লয় সে শরণ
করুণাময়ের ধরি' রাঙ্গা শ্রীচরণ,
তাহা হ'লে পারে জীব জীবন লভিতে,
গুরু হৃদয়ের ব্যথা হয় না বহিতে।
করুণাময়ের কৃপা ব্যতীত কখন
পারে না লভিতে জীব সুখ সম্মিলন।

প্রার্থনা।

জগত আনন্দ ফুটা'য়ে ফুটা'য়ে
বাজাও বাঁশরী তেমনি ক'রে,
কদম্বেরি তলে বাঁকা হয়ে দুলে'
বাজাতে যেমন দুহাতে ধ'রে।

তোমার বিহনে মৃতবৎ ধরা
পড়িয়া রয়েছে শকতি হীন!
ছিল আঁখি কোণে ফোঁটা দুই জল
তাহাও কালেতে হয়েছে লীন!

কি দিয়ে বেদন জানাবে তোমায়,
কিছুই সম্বল নাহিক আর!
দয়া ক'রে প্রভু এস এ জগতে
ঘুচাও জড়ের বেদনা ভার।

যে বেদনা মোর হৃদয়েতে বাজে,
কিছুই ফুটাতে পারি না তার!
হয় মোহ ভেঙ্গে' দেও হে আমার
না হয় ঘুচাও বেদনা ভার।

এ প্রার্থনা যদি নাহি শোন মোর
তবে দেও প্রাণে ক্রন্দন বল,
নির্জ্জনে যাইয়া প্রাণ ভরে কেঁদে
ফেলি' কোণে বসে' আঁখির জল!

মনেতে তোমারে বুঝিতে যাইলে
বোঝা ভারি হয় হৃদয়ে মোর!
সুখ লাভে গিয়ে সোয়াস্তি মেলে না
কি কব এ কথা বিষম ঘোর!

তুমি দয়াময় করুণাসিন্ধু
বিন্দুকৃপাদানে কৃপণ হ'লে
কলঙ্ক লাগিবে নিরমল গায়,
যাবেনাক তাহা সাগর জলে।

তোমার আছে গো ধ্রুব পরাণ
সুখ দুঃখ কিছু লাগে না তোরে।
ক্ষুদ্র জীবনে সুখ দুঃখ লেগে
আমরা যে যাই পরাণে মরে'।

দয়াময় তার দেও পরিচয়
কাঙালের এই কথাটি রেখে'
সকলের মন এক ভাবে গড়ে'
কর সুখী, সুখী হও সে' দেখে'।

না হয় সংহার মূরতি ধরিয়া
ত্রিশক্তি ত্রিশূল লইয়া করে
বিনাশ কর এ মর ধরাতল
ব্যথার সহিত যাইগে মরে'।

গুরু শিষ্য সংবাদ।

শিষ্যের উক্তি।

প্রভু, আমি বোধ করি, বৈরাগ্য ঈশ্বর—
অভিপ্রেত নহে, ইহা শুধু, অকর্ম্মণ্য
মানবের কাল্পনিক সুখ অভিলাষ।
ইচ্ছাকরে ভগবান করেছে সৃজন
সুখ দুঃখ ময় এই বিচিত্র সংসার ;
ক্ষুদ্র-প্রাণ লয়ে জীব কিরূপ খেলয়,
তাহাই দেখিয়া সুখী হইতে আপনি।

যদ্যপি মোদের তিনি হন প্রিয়তম
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর কথন মোদের
উচিৎ না হয় ভাবা কল্পনায় (ও) ইহা,
বৈরাগী হইব মোরা বিশ্ব লোপ তরে।
সংসারে সংসারী সেজে সুখ দুঃখ মেখে'
ছুটোছুটি মাতামাতি করি দিবা রাত,
করিব তাঁহারে সুখী অনন্ত যামিনী
সেইত ভক্তের কাজ তাঁরে সুখীকরা।

গুরুর উক্তি।

ইহা শুধু পাগলের প্রলাপ বচন।
প্রকাণ্ড বিশ্বের এই এক দেশে তুমি
পড়ে আছ ক্ষুদ্র-প্রাণ ক্ষুদ্র গৃহকোণে।

নাহি জান আপনাকে, নাহি জান কিছু,
কেমনে জন্মিলে তুমি মাতৃ গর্ভ কোষে
কেমনে বাড়িলে সেথা, দেহে এল প্রাণ।
একদেশবাসী হয়ে একটু দূরের
নাহি বোঝ ভাষা কারু, না বোঝ আচার।

বার দুই মাথানেড়ে বুঝিলে সহজে
ঈশ্বরের অন্তরের উদ্দেশ্য সকল!
যে রচিল চন্দ্র সূর্য্য, অগণন তারা
বসাইল শূন্য পরে বিচিত্র কৌশলে;
যে করিল মনোরম ধরণীর হৃদি
কোথাও শ্যামল তৃণে কোথাও পাদপে,
কোথাও বা তুঙ্গ-শৃঙ্গ-পর্ব্বত মালায়,
কোথাও বা জলহীন মরুভূমি করি'
বিশাল পয়োধি দিয়ে চারি ধার ঘেরি।
বুঝিলে সে নিরাকার অনন্তগুণের
গুণনিধি ঈশ্বরের মনের উদ্দেশ্য
ও ক্ষুদ্র মস্তকে তব ঈষৎ ভাবিয়া!

শিষ্যের উক্তি।

নাহি যদি বুঝে থাকি, বুঝাইয়া দেও,
কে আমরা? আসিয়াছি কি করিতে ভবে?
ঈশ্বর দূরের কথা, নিরাকার শব্দ
বোধ নাহি হয় মোর এ ক্ষুদ্র মস্তকে।
এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাহা কভু নহে

কেমনে বুঝিব তারে? বল গুরুদেব,
কেমনে বিশ্বাস করি ত্রিদিবে কৈলাসে
আছে ইন্দ্র শিব শিবা বৈকুণ্ঠে কেশব?
সামান্য দুএক মাত্র বর্ণযুক্তাক্ষরে
কেমনে পাইতে পারি সর্ব্বশক্তিমানে?
এ'সকল কিছু নাহি বুঝি মূঢ় আমি,
বুঝাইয়া শান্তি দেও দয়াময় দেব।

গুরুর উক্তি।

এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাহা কভু নহে,
বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে কথঞ্চিত তার।
ক্ষুদ্র তৃণ আদি হ'তে গুল্মলতা ক'রে
পর পর দেখি চক্ষে সচল জীবেরে,
ক্রমশঃ হয়েছে শেষ মানবেতে এসে।
কিন্তু এ মানব নহে সম্পূর্ণ সজীব!
সম্পূর্ণ সজীব যদি মানব হইত,
তা হলে আকাঙ্ক্ষা তার থাকিত না প্রাণে,
বেড়াত না ছুটে ছুটে ব্যাকুল হইয়া,
শান্তি তৃপ্তি কোথা আছে বুঝিবার তরে।
তাহলে কেননা তুমি বুঝিবে বলগো,
তোমাহতে শ্রেষ্ঠ জীব আছে অন্য স্থানে,
তাহ'তেও শ্রেষ্ঠ আছে তাহার উপর,
যাবত অভাব তার বিন্দু মাত্র আছে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সব সত্য, শুধু
বুঝিতে পারেনা সবে জড়তা কারণ।

শব্দ সাধনার দ্বারা জান তুমি ভাল
জিহ্বার জড়তা গেলে, নৃত্যময়ী বাণী
ফুরে সদা রসনায় সাধকের মুখে,
আকর্ষণ করি সব মানবের মন।
ঐ শব্দের অন্যতম সাধনার দ্বারা
স্বর সিদ্ধ হলে নর অনায়াসে পারে
সমস্ত প্রাণীর প্রাণে আনন্দ ঢালিতে

সমুদায় মন হলে একঠাঁই জড়,
তবেই আনন্দ মূর্ত্তি দেখিতে সে পায়;
যেমন নিশ্চল জলে পূর্ণ চন্দ্র ছায়া
পূর্ণরূপে পরিদৃশ্য আপনি সে হয়।
মনের বিক্ষেপ গেলে মনস্থির হ'লে
কেননা ব্রহ্মের ছায়া পড়িবে অন্তরে?
কি আছে দেখাও মোরে শব্দ ব্যতিরেকে
যাতে নষ্ট করে সেই প্রাণের বিক্ষেপ?
পার না সহস্র যুগ ভাবিলেও তুমি!
তবে কেন বুঝিবে না, বুদ্ধি পেয়ে তুমি,
শব্দ জ্ঞাপক বর্ণ—যুক্তাক্ষরে পারে
মনঃস্থির করে দিতে ব্রহ্মের সরূপে।

বৎস, মনের আকার কিছু দেখেছ কি তুমি
সভ্য জড় বৈজ্ঞানিক ইংরাজের গ্রন্থে?
আকার বিহীন মনে সৃজন সম্ভবে

যদি, তাহা হলে নাহি দেখি বাধা কোন,
নিরাকার ব্রহ্ম হতে এ বিশ্ব সৃজন।
যাহাই করনা কেন সৃজন সংসারে,
আগেতে সৃজিত হয় মনেতে তোমার,
তা'পর সাকার হয় বাহির জগতে।
ক্ষুদ্র প্রাণ বলে তব আবশ্যক হয়
উপাদান, যাহা কিছু গড়নাক কেন।
ঈশ্বরের লাগেনাক উপাদান কিছু,
যে হেতু তাঁহার কোন নাহিক অভাব,
পূর্ণ সদানন্দময় অদ্বিতীয় তিনি।
তুমি তাঁর এক কণা নহ পূর্ণ ব্রহ্ম,
যেমন সে সাগরের এক ঘটী জল
নহেক সে রত্নাকর বৃহৎ অর্ণব।

ক্ষুদ্র নদী গুলি সব যেমন ছুটেছে
মিশিতে সাগর বক্ষে ব্যাকুলিত হয়ে,
তেমনি এ ক্ষুদ্র জীব, ধায় সে সতত
মিশাইতে মহা-প্রাণ ঈশ্বরের পায়।
তোমার যে কটি প্রশ্ন সব মিটে গেছে
ফিরে যাও নিজ ঘরে ব্যস্ত করনাকো।

শিষ্যের উক্তি।

কৃপানিধি, দয়া যদি করিলে আমারে,
ঘুচাইয়া দেও তবে সন্দেহ দু'চার।

সাকার ও নিরাকার বুঝিয়াও আমি
বুঝিতে পারিনি ভাল সম্যক্ প্রকারে।
বুঝিয়াছি উচ্চ লোকে আমাপেক্ষা আছে
উচ্চতর জীববৃন্দ, ইন্দ্রাদি করিয়া,
মন্ত্র শক্তি বুঝিয়াছি, তবু কেন দেখি
জপ-পরায়ণ ব্যক্তি নিরানন্দে সদা
ভাসিয়া চলেছে যেন স্রোতের সেহলা?
ভারতের অধিবাসী আজিও অনেক
অনুষ্ঠানে রত আছে তবুও তাহারা
কেন নাহি পায় শান্তি, আনন্দ নির্ম্মল?
সংসারের কাজ কর্ম্ম সমস্ত ছাড়িয়া,
যদি আমি রত হই জপতপে সদা,
জীবিকা নির্ব্বাহ হবে কিরূপ উপায়ে?
ক্ষুধা যে আপনি জ'লে অস্থির করে সে।

গুরুর উক্তি।

জীবের উদ্ধার হেতু নিরাকার ব্রহ্ম
করেছেন রূপ বহু কল্পনা আপনি।
নিরাকার অব্যক্ত চৈতন্য তোমার,
চৈতন্য রয়েছে বলে তুমি বর্ত্তমান,
চৈতন্যেরি শক্তি বলে কর্ম্মক্ষম তুমি,
তুমি আর চেতনাতে ভিন্ন যদি নহ,
তোমার সৃজিত জন তোমারে তখন
পিতা বলে ডাকিলেত ভেদ নাহি হয়।

বালুকা রাশিতে বীজ রোপণ করিলে
অঙ্কুরিত হয় কিসে ফুলে ফলে শোভি'?
তথাপি মন্ত্রের শক্তি হয় না বিফল,
কিছু শক্তিমান করে নির্ব্বীর্য্য জনেরে।
অহঙ্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হৃদয়,
তাইতে পায় না জীব দেখিতে নয়নে
প্রতি ঘটে ভগবান চৈতন্য রূপিন্।
গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি না ঘুচেছে যার,
সে কি পেতে পারে কভু আনন্দ নির্ম্মল?

সন্তান হবার পূর্ব্বে যে দিয়েছে ক্ষীর
মাতৃ স্তন মধ্যে, সেকি কৃপাময় নহে?
পশু পক্ষী যদি নাহি মরে অনাহারে,
তুমি কি তাদের চেয়ে নহ উচ্চ প্রাণী?
তবে কেন নাহি পাবে করুণাময়ের
মুক্ত পরাণের সেই প্রসাদ শীতল?
মনুষ্য মরে না কভু ক্ষুৎপিপাসায়;
উপযুক্ত নহে যেই মনুষ্য সমাজে,
তার নাহি অধিকার মানব ভোগের
সেই সে মরিবে শুধু ক্ষুৎপিপাসায়।

শিষ্যের উক্তি।

মনুষ্য কাহাকে বলে? কেমনে ঘুচিবে
গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি? সতত দেখি যে

তিনিও আমার মত সংসারী হইয়া,
অহরহ মত্ত সদা সংসারের কাজে।
তাঁহারও চিত্ত যদি বিক্ষিপ্ত রহিল,
তবে আমি কোন্ বলে মনস্থির করি?
তবে যদি গুরু ভেদ করেন আপনি,
তা'হলে বিশ্বাস হয়, হইতে সে পারে,
যা হোক্ বুঝিনা কিছু, দয়াময় দেব,
বুঝাইয়া শান্তি দেও কাঙালে তোমার,
কিসে পাবে জীব সেই সচ্চিদানন্দেরে,
কি উপায় আছে তার পৃথিবীর মাঝে।

গুরুর উক্তি।

পশুর প্রকৃতি যাহা—হিংসা দ্বেষ ক্রোধ—
নাহি যার, তারে তুমি মানব জানিবে,
মনুষ্যেই পায় শুধু, কিঞ্চিৎ আভাস
সচ্চিদানন্দময়ের কৃপায় কেবল।
গুরু ভাল মন্দ জ্ঞান কভু করিবে না,
পূর্ণ যিনি তাঁর নাহি খুঁৎ কোন খানে।

তোমারে যখন মন্ত্র দিয়াছিল গুরু,
গুরু-ধ্যান দিয়াছিল, যে ঘট হইতে
প্রকাশ হলেন তিনি তোমার নিকটে,
সেইরূপ, না শাস্ত্রের লিখিত সেরূপ?
শাস্ত্রের লিখিত রূপ গুরুর তোমার,
তবে কেন কর জ্ঞান মনুষ্য তাঁহারে?

যে ঘট হইতে তিনি প্রকাশ হলেন,
সে ঘটেতে অহর্নিশি ভাব গুরু রূপ,
না হবে মনুষ্য বুদ্ধি গুরুতে তোমার।

*

বাসনা জয়ের নাম সাধনা জানিবে,
প্রথমতঃ আবশ্যক সাধু-সহবাস ;
তাপর আসিবে মনে আপনি বিচার।
দেখিবে, তখন তুমি কত স্বার্থপর,
গুটি দুই প্রাণী লয়ে সংসার বাঁধিয়া
ছিলে তুমি মত্ত হয়ে অহঙ্কার মদে !
তখন না দেখেছিলে ভাবিয়া মনেতে ;
যারে তুমি পর ভাব, সে ব্যতীত কভু
রহিতে পেতেনা তুমি এ বিশ্ব মাঝেতে ;
তুমি তার সে তোমার পর কেহ নহে।

করুণ রসের শুধু অভিনয় দেখে
কেঁদেছিলে সত্য বটে আকুল হইয়া ;
কিন্তু তুমি নিত্য দেখে বাটীর পার্শ্বেতে
প্রকৃত করুণ রস, নাহি ফেলেছিলে
এক বিন্দু অশ্রু ভূমে কাতর হইয়া।
তখন সে ভেদাভেদ ঘুচিবে তোমার,
হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়ে গিয়ে
ফুটিবে মধুর আলো হৃদয় মন্দিরে ;
তখন দেখিতে পাবে দিব্য-চক্ষু পেয়ে,

যেখানেতে মুগ্ধ হও সেখানে তোমার
কল্যাণ-দায়ক সেই দেব নারায়ণ।
তখন সে ঈশ্বরের কিছু কৃপা পেয়ে
কালী কৃষ্ণ ভেদাভেদ ঘুচিবে তোমার,
বুঝিবে তখন তুমি পুরুষ হয়েও
অবলা সরলা তুমি বস্তুত প্রকৃতি
কারণ পুরুষ ব্যক্তি টলেনা কখন,
বলহীন অবলাই অভিভূত হয়,
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে তখন চিনিবে,
"পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কাঁদিয়া আকুল"
কবিতার রস বোধ হইবে তখন।

কিরূপে কুটিল হয় জীবনের পথ,
কেন ভার বোধ হয় আপন জীবন,
কেননা আনন্দ পাও আপন মনেতে,
উঠিবে মনেতে তর্ক আপনি বুঝিবে।

বৎস, সন্দেহ এখন যদি থাকে কিছু তব,
জিজ্ঞাসা করিয়া লও অকপট মনে,
সাধ্যমত চেষ্টা পাব বুঝাতে তোমায়।

হায়! ভগবান, একদিন যে আর্য্য জাতিরে
তুমি দিয়াছিলে স্থান সিংহাসন পাশে;
আজ সেই আর্য্য জাতি হীন প্রাণ ব'লে
দাসত্ব করিয়া সুখী হয় মনে মনে।

তোমার অপূর্ব্ব লীলা তুমিই জানহ
ক্ষুদ্র জীব হয়ে আমি কি বুঝিব তার!

শিষ্যের উক্তি।

বদন-নিঃসৃত তব উপদেশ গুলি
অমৃত সিঞ্চন করি শান্তি দিল প্রাণে।
বুঝিয়াছি অন্য কথা, কেবল পারেনি
কিরূপে কুটিল হয় জীবনের পথ,
কেন ভার বোধ হয় আপন জীবন,
বুঝাইয়া নাহি দিলে বুঝিতে নারিব।

গুরুর উক্তি।

বাসনার বশে যত মুগ্ধ হবে জীব,
ততই তাহার প্রাণ প্রাণ হতে খসে,
ক্রমশঃ হইয়া পড়ে জড়ে পরিণত;
কিন্তু তবু তারে ইচ্ছা না যায় ছাড়িয়া,
ইচ্ছা পুরাইতে করে চেষ্টা প্রাণপণ,
কিন্তু সে পারেনা তাহা প্রাণ হীন ব'লে,
সেই দুঃখে ভারি ঠেকে জীবনের ভার।

নূতন প্রাক্তন যদি সৃজন না করে,
কৃত কর্ম্ম লোপ পায় সত্বর তাহার;
সৃজন হতেছে কোথা নূতন প্রাক্তন,
বুঝিতে পারেনা ব'লে জীব অহরহ
করিছে কুটিল তার জীবনের পথ।

বৎস, ভাল কথা করিয়াছ জিজ্ঞাসা আমার,
যে পর্য্যন্ত জীব বুদ্ধি রহিবে তোমার,
সে পর্য্যন্ত বুঝে বুঝে চলিতে হইবে,
যে কার্য্য করিলে হবে বিক্ষেপ তোমার,
নূতন প্রাক্তন তথা জানিবে স্বজন,
কিছু প্রাণ হীন তুমি হলে সেইখানে,
বেড়ে গেল দুই এক জনম তোমার।

এখন বুঝিলে তুমি, মিটিল সন্দেহ,
সমস্ত জীবের তরে কাঁদে যার প্রাণ,
জীব শান্তি তরে যেই ডাকে ভগবানে
চরণে শরণ লয়ে অতি দীন ভাবে,
প্রকৃত বৈরাগী সেই হয় এ জগতে”
ঈশ্বরের অভিপ্রেত—বৈরাগ্য আচার,
নহে ইহা অকর্ম্মণ্য পরাণ বিহীন
মানবের কাল্পনিক সুখ অভিলাষ,
তুমি যা বলিয়াছিলে সম্পূর্ণ তা ভুল।

শিষ্যের উক্তি।

প্রভু তব উপদেশ মরমেতে লেগে
আলোময় করিয়াছে হৃদয় আমার,
নাহি আর ভ্রান্তি বোঝা হৃদয়ের কোণে
লঘু হয়ে উড়িয়াছি পরাণ মেলিয়া
অবারিত শূন্য পথে ইচ্ছা মম সুখে,

শ্রীহরি পরশ রস লালসায় আমি
যত ছুটি তত পাই আনন্দ অন্তরে।
হে দেব করুণাময় দাসের মস্তকে
দেও তুলে শ্রীচরণ, পদানত হয়ে,
ধীরি ধীরি যাই আমি আনন্দ মাখিয়া
তোমার চরণ তলে মধুর আলোকে
বাহিরিছে মুহুর্মুহু নূতন বরণ,
বিন্দু তেজ হতে তার আনন্দ উছসি,
ঝরে পড়ে চারি ধারে তৃপ্তি শান্তি হয়ে!
পরাণ হয়েছে লাল ও আলোক তেজে,
দিয়েছি এলায়ে তনু শ্রীচরণ তলে,
একবার দেও শিরে ও রাঙ্গা চরণ,
নাহি আর কোন আশা পিপাসার জ্বালা।

গুরুর উক্তি।

যাও, প্রিয়তম শিষ্য, ধ্যান ধারণায়
থাক তুমি অহর্নিশি আনন্দ অন্তরে।

ফুল।

ফুল ফুটে থাকে চেয়ে থাকে
আকাশের পানে কেন?
রূপ-মুগ্ধ ছোট আপ্না হারা
বালিকার মত যেন!

কার অনুরাগে দেহ খানি
বিকশিত করে রাখে!
কোন জন সেই ভাবে ভুলে
হাসি ওর তুলে মাখে!

আনন্দেতে খানি খানি ওর
ক্ষুদ্র দেহখানি হয়,
আঁখি মেলে যত চেয়ে দেখি
তত সুখ উথলয়।

রূপে আলো বনখানি ক'রে
আছে, তাহা নাহি জানে
মধুমাছি গুণ গুণ ক'রে
ফিরে চায় ওর পানে।

রবি করে দগ্ধ হয় তনু
তবু ভাব ভাঙ্গে নাই!
অবিচল হয়ে আছে, সেই
আকাশের পানে চাই!

প্রেম করা ওই শিখিয়াছে,
তাই উঠে দেব শিরে,
দ্বিজ-কর-পল্ল' শোভা করে
সিক্ত হয়ে গঙ্গা নীরে।

ধন্য তুমি পুষ্প মনোহর
বন্যজাত বটে তুমি,
কিন্তু হয় তব সম প্রাণ
অল্প প্রসবিত ভূমি।

উপদেশ।

জঠর যাতনা ভুলিয়া যেওনা,
হৃদয়ে রাখিও এঁকে,
তা'হলে তোমার জীবনের পথ
কখন যাবে না বেঁকে।

জীবন বিহীন জড়ের বেদনা
জঠরে পেয়েছ যাহা,
মাঝে মাঝে মনে করিও সেইটি,
না'হলে ভুলিবে তাহা।

জঠর হইতে আসিতে জগতে,
কেঁদেছিলে তুমি দুখে,
তোর মুখখানি হেরিয়া জননী
হেঁসে ছিল মন সুখে।

সে হাসি তোমার জাগুক পরাণে
চিরনিশি দিন ধরে,
ভাব নিশি দিন ওই হাঁসি তার
রেখে যাবে কিসে করে।

তুমিই কেবল জননীর হও
অতি আদরের ধন,
তুমি ছাড়া আর কেহ না জানিবে
জননীর প্রাণ-মন।

জন্মভূমির কর্ষণ করা
শিখো জননীর কাছে,
এ ক্ষমতা আর কাহার নাহিক
শুধু জননীর আছে।

শিক্ষা ব্যতিরেকে কেহই না পারে
সাধিতে কোনই কাজ,
মূর্খতা বশতঃ করিতে যাইলে
পড়ে সে মাথায় বাজ।

'জননীর তুমি' এ কথা সর্ব্বদা
রাখিও যতনে মনে,
তা'হলে তোমার নাহিক মরণ
অনলে গরলে রণে।

'জননীর তুমি' এই ছুটি কথা
মুহূর্ত্ত ভুলিয়া গেলে,
জননী তখনি পলাইয়া যায়
ফেলিয়া কোলের ছেলে।

তা'হলে তখন পাবেনাক আর
ভবসাগরের কূল,
ঘটিবে তোমার প্রতি পদে পদে
জীবনে শতেক ভুল।

যত ভুল তুমি জীবনে করিবে,
ততই হইবে হত,
অবশেষে তুমি পরাণ বিহীন
হইবে জড়ের মত।

জগত জুড়িয়া যা কিছু দেখিছ,
সব জননীর ছেলে,
জননী ভুলিয়া গিয়াছিল বলে
মা তারে গিয়েছে ফেলে।

তুমি যদি পার জননী চরণ
সেবিতে পরাণ দিয়ে,
তা'হলে জননী হইবেন সুখী
তোমারে কোলেতে নিয়ে।

তা'হলে থামিবে জগত জুড়িয়া
কাতর ক্রন্দন রব,
তা'হলে ঘুচিবে জড়ের বেদনা
ভবে আনাগোনা সব।

তাই হে'রে তোরে জননী অধরে
ফুটেছিল হাসি সুখে,
মার কোল ছেড়ে জগতে আসিতে
কেঁদেছিলে যবে দুখে।

ভুলোনা মাতাকে তা'হলে তুমিও
মা ভোলা সন্তানে মিশি',
প্রাণের জ্বালায় ছুটিয়া বেড়াবে
কেঁদে কেঁদে দিবানিশি।

আনন্দ দেও।

মা আমায় আনন্দ দেও
আনন্দ ময়ী,
ও চরণে শরণ নিলাম,
বিবশ হইল!
পদ দিয়ে দেও সুখ,
ভেঙ্গেছে যে ক্ষুদ্র বুক'
আর কত বল দুখ
সহিয়া রই!

তোরি তরে প্রাণ কাঁদে মোর
কাতর হয়ে,
ভুলেছিলি এত দিন মাগো
পাষাণী হ'য়ে!

দেমা দে চরণ দেগো,
তোরি ধন তুই নেগো,
আমিত্ব পারিনে যেগো,
থাকিতে ব'য়ে !

নাহি জানি কত দিন সেই
তোমারে হারা !
নাহি জানি কতদিন বহে
নয়নে ধারা !
কত দিন পরে তোরে
তোর নাম ক'রে ক'রে
তোমারে পাইব ঘোরে,
জননী তারা !

তুমি না মা দীন দয়াময়ী
মহেশ জায়া,
কাতরে মা হয় নাকি তোর
কিঞ্চিৎ মায়া !
দে জননী দয়া করে
রাঙ্গা পদ শির'পরে,
আমিত্ব যাউক মরে,
ঘুচুক কায়া !

তোরে ভুলে প্রাণে মরে গিয়ে
ছিলাম আমি !
তোরি প্রেমে পুনঃ প্রাণ পেয়ে
হয়েছি কামী।
মহেশেরি কৃপা বলে
এবার লইব বলে
তব পদ শত দলে
হইয়া হামি।

দেখিব মা দেও কি না দেও
চরণ মোরে,
ঠেল তুমি শিবের বচন
কেমন করে ?
যত হয় নাহি হয়,
ঘুচেছে প্রাণের ভয়,
তোমারে করিব জয়
তোমারি জোরে।

এবার মা জান মনে মনে
নাছোড় বাঁধ,
তবু দুখ দিবি দিবি মাগো
পাতিয়ে ফাঁদ।

এবার মরিয়া হই,
যা কর সহিব রই,
লব চরণের ওই
নখর চাঁদ।

মা হয়ে মা ছেলেরে কাঁদান,
উচিত নয়!
তা'হলে যে কলঙ্ক রহিবে
জগৎ ময়!
কৃপা কর সেই জনে,
যেই জন শ্রীচরণে
ঢেলে দিয়ে প্রাণ মনে
শরণ লয়।

-*:( ):*-

শক্তিমন্ত্র উপাসক ও সাধারণের প্রতি নিবেদন।

শক্তিমন্ত্র উপাসক, বুদ্ধিমানগণ
তোমাদের পায় ধরে বলিতেছি শুন,
নিজ নিজ গুরু কাছে যাইয়া জিজ্ঞাস'
তোমাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা সব
যে আচারে পুজিয়াছে দেবীর চরণ,

তোমাদের অধিকার কতটুকু তার
শাস্ত্রেতে গিয়েছে দিয়ে, যে শাস্ত্র মানিয়া
আচরিল তোমাদের পিতা পিতামহ।

গৃহ কোণে নিজে নিজে বুদ্ধিমান হয়ে,
না হয় দুপাত লিখে বঙ্গবাসী পত্রে,
উচিৎ না হয় কভু আপনার মনে
গড়ে তোলে নব ধর্ম্ম, শাস্ত্র বিপরীত।
মহেশ যে শক্তি বলে হাঁসিতে হাঁসিতে
করিল গরল-পান সমুদ্র মন্থনে,
তাঁর ছেলে বলে কেহ পারেকি খাইতে,
সেই শক্তি যদি তার না থাকে অন্তরে ?
শিকারির পুত্র যদি না হয় সাহসী,
পারে কি কৃপাণ ধরে শিকারে যাইতে ?
সাপুড়ের পুত্র বলে মন্ত্র শক্তি হীন
পুত্রে তার, পাকে সর্প ক্ষান্ত দংশিবারে ?
সকলেই বুঝ ইহা আপন মনেতে,
তবে কেন আচরণ করি' বিপরীত
বাড়াও পাপের ভার ধরণী উপর।

সংসারের কাজ সব করিয়া সমাপ্ত
যে ক্ষুদ্র সময় পাও স্বাধীন থাকিতে,
সেই টুকু অবসর, পরের নিন্দায়
না করিয়া অপব্যয়, যদি ভাব মনে,

কেন তুমি সুখি নও মনে আপনার,
কি অভাবে আনে এত দুর্ব্বলতা মনে,
দেখেছ যাহাকে কাল পান বেচে খায়,
কোন্ শক্তিবলে সেই আজ লক্ষপতি,
তাহাপেক্ষা থাকিয়াও সঙ্গতি তোমার
কেন তুমি ভগ্ন মনে ফেল দীর্ঘ শ্বাস !
তাহলে জাগিবে মনে প্রবল বাসনা
জানিতে কারণ এর তন্ন তন্ন করে।
কারণ খুঁজিতে মনে ইচ্ছা উপজিলে,
সমস্ত হৃদয় মাঝে যেখানেই থাক
বাহিরিবে গুপ্ত তত্ত্ব সন্মুখে তোমার।
তখন দেখিবে সত্য শাস্ত্রের বচন
কেন জাতি ভেদাভেদ হয়েছে কল্পিত।

তখন দেখিতে পাবে তোমারি নয়নে
তোমার জীয়ন্ত প্রাণ বন্ধক রাখিয়া
যাকিছু উপায় কর সংসার পালিতে.
দৌর্ব্বল্যের উহাই সে প্রধান কারণ।
বাঁধা পড়ে প্রাণ তব বহু দিন ধ'রে
না পারে উঠিতে বসে' শকতি হারায়ে,
তাই তুমি সুখী নও সংসোরের মাঝে।
রোগকে আরোগ্য করা উচিত সর্ব্বাগ্রে
কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির যদি থাকে মনে,
তাহলে উচিৎ তব প্রাণের এ রোগ

প্রাণ-প্রতিমা।

শান্তিলাভ হেতু শীঘ্র বিদূরিত করা
গুরুর নিকটে গিয়ে শাস্ত্রৌষধি পানে,
আরোগ্যের মূল্য রূপে আপনি বিকায়ে
না হ'লে জ্বলিবে তুমি অহর্নিশি মনে,
হারাইবে যাহা কিছু আছে তব প্রাণ,
অবশেষে নরহতে নামিয়া ক্রমশঃ
তির্য্যক্ যোনিতে হবে জনম তোমার।
যে শক্তিতে নর হয়ে বিদ্যমান তুমি,
সে শক্তি যে দিন দিন যেতেছে কমিয়া!
এখনও চেষ্টা যদি কর মনে মনে,
যাতে নষ্ট নাহি হয় জীবন তোমার,
তাহলে অবশ্য শান্তি হৃদয়ে ধরিবে।

কিন্তু।

কিন্তু, তোমার কি নাহি হ'ল, স্থান ক্ষুদ্র,
বিধির সৃজন মধ্যে? পৃথিবীর মাঝে
তাই, এলে তুমি যদি, থাক এক ঠাঁই,
পড়িয়া রয়েছে ধরা প্রকাণ্ড বিস্তৃত।
প্রতি মানবের মনে ঢুকে ঢুকে কেন,
যখন গড়িয়া তোলে কল্পনা সে কিছু,
বেজে উঠ ঝুন্ ক'রে তখনি আপনি?
হয় সুর নেবে যায়, নহে একেবারে
ছিঁড়ে যায় তার তারে সেবারের মত!

একি দুষ্ট বুদ্ধি তব উন্নতি কাহার
সহ্য বুঝি নাহি হয় পরাণে তোমার!
সমস্ত মানব-মন জ্বলিয়া উঠিবে,
আরক্ত নয়নে চাহি' তোমা প্রতি রবে,
ক্ষুদ্র তুমি ভস্ম হয়ে যাবে সেই ক্ষণে!
ভয় কি হয় না প্রাণে মন ভেঙ্গে ভেঙ্গে
বেড়াতে এমন করে' জগত জুড়িয়া?
অতি ক্ষুদ্র-পদ্ তুমি বোধ শক্তি নাই,
তাইতে সাহস দেখি মূঢ়ের মতন!
ঠেকিবে সে দিন তুমি, দীপ্তিশালী-প্রাণ
উদ্ধত-মানব-মনে, পশিবে যে দিন।

সাধু দর্শন।

সচ্চিদানন্দময়ের বিন্দু কৃপা, যার
অন্তরে লেগেছে, তার সে সুখ কম্পন,
মিথুনের ভাব সম আনন্দ অটল,
বিস্ফারিত পরাণের মধুর আলোকে,
বিভাসিত দিগন্তর, জীবের হৃদয়ে
অন্তঃশীলা নদী সম, আনন্দ সঞ্চার,
কে বুঝিবে, কে জানিবে, যে জন না তার
পদরজ লয়ে অঙ্গে করেছে লেপন?

নিয়ত কুন্দনশীল, সপ্রকাশ রূপে
ঊর্দ্ধগামী আনন্দেরে, কে পায় দেখিতে
যে অবধি মলিনতা না হয়েছে দূর?

হয়েছে সবল তার দুর্ব্বল পরাণ,
হরিনামামৃত পানে প্রাণ পেয়ে প্রাণে!

নিঃস্বার্থ পরাণের করুণা-প্রপাত
অহর্নিশি ফেলিতেছি জড়তা কাটিয়া,
জীবের হৃদয়ে প'ড়ে যে বুঝেছে সেই
মজেছে পরাণে তার অহং বুদ্ধি ভুলে!
কি কব অধিক আর ভাকে কুলাইলে
ভাষায় নাহিক শব্দ, বর্ণিবারে খুলে
কিরূপ হয় গো প্রাণ সাধু সন্দর্শনে।

প্রভাত।

পূরব গগনে অরুণ বরণে
আপন ভাবেতে মগন রবি
ঢালে সুবিমল কিরণ তরল
সঞ্জীবন রস স্মৃতির ছবি।

ফুটে বনে ফুল জাগে জীব কুল
গায় পাখী ধরি' সুরস তান!
আনন্দে সমীর চপল অধীর
বেজে উঠে, যেন বাঁশরী গান!

হরষিত মন মধুমাছিগণ !
বীনা বাজাইছে ফুলের কাছে,
ধ্বনি শুনে ফুল হতেছে বিভুল
আপনার তনু এলায়ে গাছে।

প্রজাপতি গুলি পাখা ছুটি তুলি
মধুপান তরে বসিছে ফুলে,
না না না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া
দুলে দুলে দুলে নিবারে ফুলে।

ডাকে গাভী সব হাম্বা হাম্বা রব
বাছুরের তরে ব্যাকুল হ'য়ে
রামাগণ সর্ব করে কলরব
স্নানে যায় ঘড়া কাঁকালে লয়ে।

ক্ষীরাধর ছুটি উঠিয়াছে ফুটি
না মেনে বারণ তাদের বুকে.
তাইতে ঝলকে পলকে পলকে
মৃদু মন্দহাস তাদের মুখে।

ক্রমশ তপন প্রেথর বরণ
ধরিয়া উঠিছে গগন শিরে,
সকলে ব্যাকুল ক'রে কুল কুল
এঁচাছে উহার পানেতে ফিরে।

করিল সবিতা প্রসব কবিতা
সম্পূরণ এই প্রভাত ছেলে,
কলমে করিয়া পাতাতে লিখিয়া
তাই তারে আমি ধরিনু হেলে।

—:০:—

আহ্বান।

এস হে ভারতবাসী
ছাড়ি দ্বেষাদ্বেষ ছাড়িয়া কংগ্রেস্
অন্তর মাঝে করি বৃন্দাবন
হইগে তাহাতে বাসী।

মুছে ফেলে আঁখি জল
জননী চরণ করহে স্মরণ
হৃদয়ে আনিবে জননীর স্নেহে
বহিয়া জীবন বল।

লোভে জ্ঞানান্ধ হ'য়ে
জননী জাতির না করি খাতির
পাপের তিমিরে রয়েছ বসিয়া
দারুণ যাতনা স'য়ে।

এই, গুরু অপরাধ ভার
দিবানিশি মন করিয়া বহন

হারায়ে শকতি হইয়াছে হীন
পূর্ণ জীবনে তার।

জীবনের সনে লুপ্ত
হয়েছে ধর্ম্ম হয়েছে কর্ম্ম
মানব আকারে জড়ের মতন
রয়েছ নিয়ত সুপ্ত।

এই ঘুম ঘোর হ'তে
অস্ফুট রবে মা মা বল সবে
যাবে ঘুম ঘোর পাইবে মুক্তি
দারুণ যাতনা হ'তে।

তাই বলি এস ভাই
আর্য্য পরিবার ছাড়ি অহঙ্কার
এ দীন বেশেতে অভিমান ফেলে
মায়ের নিকটে যাই।

দেখিলে এ দীন বেশ
অপরাধ ভুলি লবে কোলে তুলি'
জননী মোদের দশ বাহু মেলি'
হইবে দুঃখের শেষ।

মায়ের করুণা লেগে
হৃদয় ফুটিয়া রাগিণী উঠিয়া
প্রাণ-মন দেহে চেতনা ঢালিবে
জীবন উঠিবে জেগে।

তাই বলি এস ভাই
ছাড়ি দ্বেষাদ্বেষ ছাড়িয়া কংগ্রেস্
অন্তর খুলে মার গুণ-গান
কেঁদে কেঁদে মোরা গাই।

মায়ের করুণা পেলে
কোলেতে তাঁহার থাকিব আবার
ছিলাম যেমন তাঁহারি কোলেতে
হইয়া কোলের ছেলে।

সম্পূর্ণ।